খসড়া সংস্করণ

মালফুযাতে পালনপুরী

সংকলক:
আজিজুল হক
দাওরায়ে হাদীস ও ইফতা:
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল ফরিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪

ইমাম আব্দুল গফফার রহ: একাডেমি

কিতাবের নাম: মালফুযাতে পালনপুরী

(হযরত শাইখুল হাদীস সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা. এর মালফুযাত সমূহ)

প্রকাশক: ইমাম আবদুল গফফার রহ: একাডেমি

প্রকাশকাল: রজব ১৪৪১ হিজরী

কম্পোজ: মুহাম্মদ আজিজুল হক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সংকলকের কথা

আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে অতপর আমার মুহসিন আসাতিযায়ে কেরাম ও স্নেহময়ী মা-বাবার পরামর্শে ১৪৩৯ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সে সময়ে দারুল উলুমের শাইখুল হাদীস ও সদরুল মুদাররিসিন হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা. এর দাওরায়ে হাদীসের সবক ও বিকালের ঘরোয়া মজলিসে নিয়মিত উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করতাম। তখন টুকটাক যে কথাগুলো খাতায় লিখে রেখেছিলাম, সেগুলোরই সংকলিত রুপ এখন আপনাদের সামনে। দয়াবান পাঠকের চোখে যদি কোন ভুল ধরা পড়ে, তাহলে অবহিত করার অনুরোধ রইল। আল্লাহ তায়ালা একে কবুল করুন এবং উম্মতের জন্য উপকারী বানান। আমীন

বিনীত

মোহাম্মদ আজিজুল হক

সায়দাবাদ, ঢাকা।

তারিখ: ২-৭-১৪৪১ হিজরী

ফকীহুন নাফস হযরত মুফতী সাইদ আহমদ পালনপুরী দামাত বারাকাতুহুম এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম: ১৩৬০হিজরী মোতাবেক ১৯৪০ সনে ভারতের গুজরাট প্রদেশে

পড়াশোনা: নিজ গ্রামে প্রাথমিক পড়াশোনা করেন। এরপর মাযাহেরুল উলুম সাহারানপুরে তিন বছর পড়াশোনা করেন। সবশেষে দারুল উলুম দেওবন্দে পড়াশোনা করেন। ১৯৬২ সনে দাওরায়ে হাদীসে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর দারুল উলুমেই ইফতা বিভাগে পড়াশোনা করেন।

শিক্ষকতা: প্রথমে গুজরাটের দারুল উলুম আশরাফিয়ায় হাদীস ও ফিকহের উস্তাদ হিসেবে শিক্ষকতা করেন। তারপর ১৩৯৩ হিজরীতে দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদীস, ছদরুল মুদাররিসিন ও মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবে কর্মরত আছেন।

রচনাবলী:

তাফসীর:- তাফসীরে হেদায়েতুল কুরআন (৮ খন্ড), আল ফাউযুল কাবির (ফার্সী থেকে আরবীতে অনুবাদ), আল আউনুল কাবির (আল ফাউযুল কাবীর এর আরবী শরাহ)

হাদীস:- ফয়যুল মুনইম (মুক্বাদ্দিমায়ে মুসলিমের শরাহ) তুহফাতুদ দুরার (নুখবাতুল ফিকারের উর্দু শরাহ) তুহফাতুল কারী (বুখারী শরীফের উর্দু শরাহ) তুহফাতুল আলমায়ী (সুনানে তিরমীযির উর্দু শরাহ) যুবদাতুত তহাবী (আরবীতে নযরে তহাবীর শরাহ) হায়াতে ইমাম আবি দাউদ

ফিকহ:- আপ ফাতওয়া কেইসে দেঁ, হুরমাতে মুসাহারা, দাড়ি ও আম্বিয়ায়ে কেরাম, মুকতাদির উপর কি সুরা ফাতেহা ওয়াজিব (তাওসিকুল কালামের শরাহ) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসিন ও ফুকাহা, পরিবর্তিত বিশ্বে ইসলাম, তাসহিলে আদিল্লায়ে কামেলা, ইমদাদুল ফাতাওয়ার হাশিয়া, মাবাদিউল উসুল, মুইনুল উসুল,

হেকমত:- রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া (পাঁচ খন্ডে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ এর উর্দু শরাহ)

ফালসাফা:- মাবাদিউল ফালসাফা, মুইনুল ফালসাফা।

মানতেক:- মিফতাহুত তাহযীব. তাসহীলুল মানতিক.

নাহু-সরফ:- আসান নাহু, আসান সরফ। অন্যান্য:- মাহফুযাত (তিন খন্ডে).

بسم الله الرحمن الرحيم

১. মনসুর হাল্লাজ সম্পর্কে হুযুরকে জিজ্ঞেস করা হলে হুযুর বলেন,
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون
তারপর বলেন ব্যক্তিকে মেপনা, বরং তার চিন্তাধারাকে মাপ, ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করনা বরং তার আফকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, নিজের খাতেমা কিভাবে হবে জানিনা, আরেকজনের খাতেমার ব্যপারে কী বলব।

২. হানাফী মাযহাবের একটি বড় বৈশিষ্ঠ হল, এটি ফিতরতের মুয়াফেক একটি মাযহাব ও কাছাকাছি একটি মাযহাব। অন্যান্য মাযহাব ফিতরতের পুরোপুরি মুয়াফেক নয়।

৩. ইলম আসার পথে বাধা হল কয়েকটি জিনিস, এক: মোবাইল দুই: ক্রিকেট খেলা বা দেখা। দুনিয়ার যে সকল রাষ্ট্র জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে তারা ক্রিকেট খেলেনা। তিন: অপ্রয়োজনীয় সম্পর্ক রাখা, যারা মানুষের সঙ্গে বেশি সম্পর্ক রাখে তাদের ইলম অর্জন হবেনা।

৪. মোবাইল এ যুগের দাজ্জাল। ছোট মোবাইল ছোট দাজ্জাল বড় মোবাইল বড় দাজ্জাল। ছোট মোবাইল জরুরতের কারণে ব্যবহার করা যেতে পারে। বড় মোবাইল ছাত্ররা কেন ব্যবহার করবে। মাদরাসার ছাত্ররা যারা মোবাইল ব্যবহার করে, তারা সবাই বেওকুফ এবং অনর্থক কাজে লিপ্ত।

৫. আমার আশংকা হয় যারা বড় মোবাইল ব্যবহার করবে তাদের কাছে কখনোই ইলম আসবেনা।

৬. হাকীকী আলেম হতে হলে ছাত্রদের করনীয় তিনটি: আর উস্তাদদের করনীয় তিনটি:
ছাত্রদের করনীয় তিন কাজ হলঃ এক ছবকে বসার আগে মুতায়ালা করা, অর্থাত সামনের ছবকের ইবারত জোরে জোরে তিনবার পড়া। তারপর পার্থক্য করা, কী বুঝলাম কী বুঝলাম না, ব্যস এরই নাম মুতায়ালা। দুই ছবক পূর্ণ মনযোগ সহকারে শোনা, এসময় অন্য সকল চিন্তা ভাবনা থেকে মাথাকে খালি রাখা, যে ছবক পড়া হল তা পুনরায় পড়া এবং তাকরার করা।
আর উস্তাদগনের করনীয় তিনটি: এক যে ফনের কিতাব পড়ানো হবে, তা ফন হিসেবে পড়ানো। যেমন ফিকহের কোন কিতাব দায়িত্ব এল, তাহলে আজ যে অধ্যায় পড়ানো হবে, সেটি তালিমুল ইসলাম থেকে শামী পর্যন্ত সব কিতাবে দেখা, শুধুমাত্র কিতাবটির

হাশিয়া ও শরাহ মুতায়ালার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকা দুই: সব কিতাব থেকে পড়ে খুলাসা যা বুঝে আসল তা লেখা। তিন: যা বুঝে আসল তার উপর ফিকির করা।

৭. ইলমে দ্বীন পড়ার মুল উদ্দ্যেশ্য হল আমল, আমলই যদি না থাকে তাহলে এই ইলম পড়া বেকার।

৮. মওলভী এর দুই অর্থ: এক আল্লাহওয়ালা দুই: বন্ধুত্ব রাখনেওয়ালা।

৯. যয়ীফ রেওয়াতকে এক্বীন করা জায়েয নেই।

১০. একমাত্র কুরআনই আল্লাহর কিতাব ও কালাম এছাড়া পূর্ববর্তী যত কিতাব নাযিল হয়েছে সেগুলো আল্লাহর কিতাব, তবে আল্লাহর কালাম নয়। এর দলীল দুটি, এক: কুরআন ছাড়া অন্য কোন কিতাবের ব্যাপারে কালাম শব্দ ব্যবহার হয়নি দুই: আল্লাহ তায়ালা বলেন لا تبديل لكلمات الله অথচ অন্যান্য কিতাবে তাবদীল হয়েছে। মোট কথা অন্যান্য কিতাবের ব্যাপারে تبديل ممكن এবং بقاء مقدر নেই।

১১. বর্তমানে আল্লাহকে দেখা অসম্ভব নয়, কিন্ত নিজস্ব অক্ষমতার কারনে সে দেখতে পারেনা অর্থাত منع رؤية الله تعالى هو من العبد لامن الله

১২. সমস্ত حيوانات এর مادى জরুরত পুরো হয় আল্লাহপ্রদত্ত ফিতরী আকল দ্বারা। মানুষকে অতিরিক্ত একটি রুহানী জরুরত দান করেছেন শুধুমাত্র ওহী দ্বারা পূর্ণ হয়। এজন্য অন্যান্য ধর্মে রুহানী জরুরত পুরণের এবং আল্লাহর পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করা হয়, কিন্ত ওহী না থাকার কারনে পুর্ণ হয়না।

১৩. নবীদের এজতেহাদও ওহী। এজন্য তাতে ভুলের অবকাশ নেই, কিন্ত নবী ব্যতীত অন্যদের এজতেহাদে ভুলের অবকাশ আছে।

১৪. আওলিয়ায়ে কেরামের এলহামে ভুলের সম্ভাবনা আছে। নবীদের এলহামে ভুলের সম্ভাবনা নেই।

১৫. হাদীসে কুদসীতে কোন আহকাম নেই। তাকরার সহ হাদীসে কুদসীর সংখ্যা হল: ৮০০ আর তাকরার ছাড়া মাত্র ২০০ টি।

১৬. মদীনায় পা রেখেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাচটি কাজ করেছেন এক মসজিদ বানিয়েছেন ...

১৭. ওহী দু প্রকার: ওহীয়ে জলী ওহীয়ে খফী।
ওহীয়ে জলী আবার দু প্রকার:
এক কুরআন।

দুই: সুন্নাহ।

ওহীয়ে খফী তিন প্রকার:

১.ইজমা لا تجتمع امتي على الضلالة

২. আছারে ছাহাবা اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم

৩. মুজতাহিদের এজতেহাদ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم....

১৮.রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা সাহাবায়ে কেরামের সামনে বলেননি। কারণ পরিবেশ না থাকার কারণে হয়ত বুঝবেন না বা মনে রাখতে পারবেন না।

১৯.মেরাজের রাতে আল্লাহর সঙ্গে রাসুলের কালাম من وراء حجاب হয়েছে।

২০. وكذلك انزلنا اليك روحا من امرنا এখানে দ্বীনকে রুহ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ দ্বীন দ্বারা মানুষের পরকালীন রুহ হাসিল হয়।

২১. دين کے بارے میں بے خبر پایا تو باخبر بنایا ضالا فهدي এর অর্থ

২২. ناسور অর্থ মানুষের জগত। ملكوت অর্থ ফেরেশতাদের জগত। جبروت অর্থ আল্লাহর আসমায়ে হুসনা এর জগত।

২৩.খোদা শব্দ ব্যবহারে কোন ছাওয়াব নেই। আল্লাহ শব্দ ব্যবহারে ৫০ টি ছাওয়াব এজন্য আল্লাহ শব্দ ব্যবহার কর খোদা শব্দ ব্যবহার করোনা।

২৪. বিভিন্ন বুযুর্গদের ওসীলা দিয়ে দুয়া করার সময় بجاه فلان বলা হয় এটা বলা উচিত নয়।

২৫.ইমাম বুখারী ولد في صدق و عاش حميدا وتوفي في نور

২৬.বর্ডার এগুলো বদ বখত আমেরিকানদের আবিষ্কার। পুর্বে এমন ছিলনা পুরো দুনিয়া আল্লাহর অতএব মানুষ যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে এটা তার হক।

২৭.আমাদের যুগে দাওরাতে ছাত্র ছিল ২৫০ জনের মত। আর এখন দাওরাতে ছাত্র অনেক বেশী কারণ দাওরা পড়ানোর মত যোগ্য উস্তাদ পুরো উপমহাদেশে নেই।

২৮.সলীমুল্লাহ খান সাহেব বৃদ্ধ বয়সে দরসে আসতেন এবং চুপচাপ বসে থাকতেন আর পুর্বের দরসের রেকর্ড চালু করে দেয়া হত।

২৯.কোন তালিবে ইলম আমার পিছনে পিছনে হাটবেনা। চলতে হলে ডানে বামে চল। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: বলেন; আলেমের পিছনে আওয়ামের হাঁটা আলেমের জন্য ফিতনা আর আলেমের জন্য যিল্লতি।

৩০.ইমাম বুখারী র: এর ফতওয়া: এক বকরীর দুধ দুজনে খেলে তারা দুধ ভাই হয়ে যাবে ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন, কিতাবে এমনটা লিখা আছে তবে। সত্য-মিথ্যার যিম্মাদারী আমি নিচ্ছিনা।

৩১.উপমহাদেশ বলতে আগে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, বার্মা, আফগানিস্তান এ পুরো অঞ্চল বুঝানো হত।

৩২.ইমাম বুখারী র: এর পুর্ব পুরুষদের একজনের নাম বারদিযবাতা। এটা না বললেই ভাল, কারণ সেতো কাফের। উবায়দুল্লাহ সিন্দি র: তিনি তার বাবার নাম বলতেন না।

৩৩. ঘটনা: এক শহরে অনেক আলেম বিদ্যমান ছিল । সেখানে অন্য একজন আলেম এলেন, তখন শহরের অন্যান্য আলেমগণ তাঁর কাছে গ্লাস ভর্তি দুধ পেশ করলেন। অর্থাত এখানে ইলম ও আলেম যথেষ্ট পরিমাণে আছেন। আপনার এখানে আসার প্রয়োজন নেই। তখন তিনি গ্লাসে একটি ফুল রাখলেন এবং বুঝালেন, এ ফুলকে গ্লাসে প্রবেশ করানোর দ্বারা যেভাবে গ্লাস থেকে দুধ বাইরে পড়েনি, বরং সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে আমি এ শহরে ফুল হয়ে এসেছি।

৩৪.তাবলীগের দু পক্ষের ঝগড়ার কারণে দারুল উলুমে প্রচলিত তাবলীগ বন্ধ, যেন এ ঝগড়া দারুল উলুমের ভিতরে না আসে এবং দু পক্ষ থেকেই দারুল উলুম সমান দুরত্ব বজায় রাখে।

৩৫. খালকে কুরআনের মাসআলার ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ:কে জিজ্ঞেস করা হল তিনি উত্তর দিলেন كلام الله غير مخلوق و لفظنا مخلوق و السؤال عنه فتنة

৩৬. ছাত্ররা বর্তমানে কানের বিলাসিতা করে, চোখের মেহনত (মুতালায়া) করেনা। অথচ ইলম পড়ার দ্বারা আসে শুধুমাত্র কানের বিলাসিতার দ্বারা আসেনা।

৩৭.চার মাযহাবের বুনিয়াদী কিতাবগুলো কি? কি? এ প্রশ্নের জবাবে হুযুর বলেন, হায়দরাবাদের খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী সাহেবের এখানে চার মাযহাবের বুনিয়াদী কিতাবগুলো সুন্দর ভাবে চার্ট আকারে পৃথকভাবে সাজানো আছে।

৩৮. جهد المقل في تنزيه المعز و المذل
لشيخ الهند محمود حسن ديوبندي رحمه الله تعالى

৩৯. হেকমত ওহাবী জিনিস, কাসবী বিষয় নয়। অনেক পড়াশোনার পর আল্লাহ তায়ালা চাইলে দিবেন।

৪০. দাওরা ফারেগ হওয়ার পর ২০ বছর লাগাতার ফক্বীহ উস্তাদের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করার দ্বারা ইলম আসা শুরু হয়, এবং এর পরই তাকে আলেম ও ফক্বীহ বলা হবে।

৪১. ইমাম বুখারী এর কিতাব আল আদাবুল মুফরাদ এর শরাহ আদ্ দুররুল মানসুর চার খন্ডে মাওলানা আব্দুল্লাহ মারুফী সাহেবের তাহক্বীক সহকারে ছাপা হয়েছে।

৪২. ইমাম ত্বহাবী রহ: হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য লিখেননি, বরং বাহ্যিক বিরোধ পুর্ণ হাদীসের সমাধানের জন্য লিখেছেন।

৪৩. কুরআনে দুনিয়ার সব ধরনের ইলম আছে لكن تقاصرت عنه افهام الرجال কিন্তু মানুষের বুঝের উর্ধ্বে হওয়ার কারণে কেউ বলেছেন কুরআনে পাঁচ ধরণের ইলমের আলোচনা করা হয়েছে, কেউ বলেছেন চার ধরণের ইলমের আলোচনা করা হয়েছে।

৪৪. مجاز মুজায অর্থ যাকে ইজাযত দেয়া হয়েছে আর মাজায অর্থ নকল।

৪৫. বুখারী শরীফে তাকরার বাদ দিলে সর্বোমোট দুই হাজার হাদীস আছে।

৪৬. যাহেদ কাউসারী র: অনেক বড় এবং যবরদস্ত আলেম ছিলেন।

৪৭. فترة وحي এর সময়কাল মূলত ছয় মাস, তিন বছর নয়।

৪৮. বুখারী শরীফের সকল সনদ ছহীহ কিন্তু সকল মতন ছহীহ নয়।

৪৯. انما الاعمال بالنيات এর পাচ শত সনদ আছে। বুখারী শরীফে শুধু মাত্র সাত সনদে হাদীসটি এসেছে।

৫০. গায়ব দু প্রকার: কুল্লী ও জুযয়ী। কুল্লী এর মেছাল হল, যেমন

৫১. দেওবন্দের দৃষ্টান্ত হল دل روشن নদওয়ার দৃষ্টান্ত হল زبان هوشمند আলীগড়ের দৃষ্টান্ত হল مهذب پیٹ

৫২. সুন্নতের বিভিন্ন অর্থ আছে। কুরআনে যদি সুন্নত শব্দটি ব্যবহার হয় তাহলে এর অর্থ হবে معمول بها حديث او قانوني فطرت আর যদি হাদীসে শব্দটি ব্যবহার হয় তখন অর্থ হয় الطريقة المسلوكة في الدين আর ফিকহের মধ্যে আহকামের স্তর বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়, অর্থাত ফরয. ওয়াজিব. সুন্নত বা তৃতীয় স্তরের হুকুম।

৫৩. যেখানে ফযীলত এবং আমল উভয়টা বর্ণনা করা হয়েছে সেটা সুন্নতে মুয়াক্কাদা আর যেখানে শুধু ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে সেটা সুন্নতে গাইরে মুয়াক্কাদা।

৫৪. মুনকিরিনে হাদীসদের সাথে যখন মুকাবেলা হবে তখন আমাদের শিরোনাম হবে হুজ্জিয়তে হাদীস। আর যখন গাইরে মুকাল্লিদদের সাথে মুকাবেলা হবে তখন শিরোনাম হবে হুজ্জিয়তে সুন্নাহ।

৫৫.গাইরে মুকাল্লিদ গণের আলাদা ফেকাহ আছে, শিয়াদেরও জাফরী ফিক্হ নামে আলাদা মাযহাব আছে।

৫৬. গাইরে মুকাল্লিদগণ ইজমা মানেনা। তবে সুস্পষ্ট ভাবে অস্বীকারও করেনা। বরং বলে অকাট্য ইজমা মানি اجماع ظنی মানিনা।

৫৭.গোমরাহ ফেরকার এখতেলাফ ইজমার এর ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনা।

৫৮. তালিবে ইলমরা ইকামত শুরু হওয়ার আগে মুয়াজ্জেন দাড়ানোর সাথে সাথেই সবাই দাড়িয়ে যায়। অথচ ইক্বামত অর্থ হল দাড় করানে ওয়ালা, অর্থাত ইকামত শুরু হওয়ার পর দাড়ানো চাই। আবার বেরলবীদের মত হাইয়া আলাস্ সলাহ বলার আগ পর্যন্ত বসে থাকাও ঠিক নয়। ফিকহের কিতাবে হাইয়া আলাস্ সলাহ বলার সময় দাড়ানোর কথা এসেছে, এর অর্থ হচ্ছে; বসে থাকার সর্বশেষ সীমা হল হাইয়া আলাস্ ছলাহ। এর পরেও বসে থাকা জায়েয নেই। এ ব্যাখ্যা দুররে মুখতারের শরাহ তাহতায়ী'র মধ্যে লিখিত আছে।

৫৯.তিন প্রকার হাদীস এগুলো শুধুই হাদীস। এগুলো সুন্নত নয়। এগুলো তার আপন আপন জায়গায় হুজ্জত কিন্তু আমভাবে এগুলোর উপর আমল করা যাবেনা। এক: মানসুখ হাদীস। দুই: মাখসুস হাদীস। তিন: মুয়াওয়াল হাদীস।

৬০.নববী যুগে মসজিদে নববীতে রাতে বাতি জালানোর ব্যবস্থা ছিলনা। (সর্বপ্রথম হযরত তামিমে দারী রা: নবম হিজরীতে মসজিদে নববীতে বাতির ব্যবস্থা করেন)

৬১.মাসআলার মধ্যে যেমনিভাবে এখতেলাফ হয়, এমনি ভাবে কোন একটি হাদীস এটি হাদীস না সুন্নত এ ব্যাপারেও এখতেলাফ হয়।

৬২.হাদীস: এটি কী শুধুই হাদীস না সুন্নত বুঝার তিনটি উপায় আছে। এক: বর্ণনাকারী সাহাবী স্পষ্ট করে বলা যে এটার উপর আমল করা হবেনা। দুই: হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অথবা সাহাবায়ে কেরামের আমল সাধারণত এর বিপরীত হওয়া। তিন: হাদীসটির বিপরীত ঐ স্তরেরই কোন হাদীস থাকা

৬৩. মাদরাসায় সকল ইলম পড়িয়ে দেয়া হয়না। বরং ইলম হাসিল করার এস্তে'দাদ (যোগ্যতা) তৈরী করিয়ে দেয়া হয়।

৬৪.হযরত শাহ ওলীউল্লাহ রহ: মাসায়েলের ক্ষেত্রে কখনো শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের দিকে মায়েল (ধাবিত) থাকেন।

৬৫. এ সময়ের সবচেয়ে বড় ট্রাজেটি হল, ছাত্ররা মনে করে আমিতো ফারেগ ও ফাযেল হয়ে গেছি আমার আর পড়া-শোনার প্রয়োজন নেই।

৬৬. ইলম এটি ইলমের জন্যই শেখা হয়। জীবীকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে শেখা হয়না।

৬৭.কেউ যদি মুখতাসারুল মা'আনী এর সকল অধ্যায় না পড়ে, তাহলে সে রুহুল মাআনী কিভাবে বুঝবে।

৬৮. এস্তে'দাদ দু প্রকার; এক: ভাষাগত যোগ্যতা। অর্থাত আরবী যেকোন ইবারতের অর্থ করতে পারা। দুই: ইবারতের মাফহুম ও মর্ম বুঝা, এ দ্বিতীয় প্রকারের যোগতা বর্তমানে বিরল হতে চলেছে।

৬৯. যে কোন ফনের প্রাথমিক কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মজবুত ভাবে পড়ানো চাই। আর উচ্চস্তরের (انتهائي) কিতাব শুরুর কিছু অংশ পড়িয়ে দেয়াই যথেষ্ট।

৭০.হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ এর সাত অধ্যায় আমি ক্বারী তায়্যেব রহ: এর কাছে দরসে পড়েছি। বাকী পুরো কিতাব আমি নিজে নিজে পড়েছি।

৭১. দেওবন্দী আকীদা ও মানহাজ হল পুর্ববর্তী সকল নবীদের ক্ষেত্রে শুধু تسليم করা হবে যেমন سلام علي عباده الذين اصطفي আর আমাদের নবীদের ক্ষেত্রে صلاة ও سلام দুটোই করা হবে। সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে ترضي এছাড়া সকল মুমিনদের ক্ষেত্রে ترحم করা হবে। আর কাফেরদের ক্ষেত্রে آں جہانی

৭২.শরহে জামীর বছর থেকে আমি পড়াশোনা শুরু করেছি, এবং এত বেশী পড়েছি এবং মেহনত করেছি যে এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করিনি।

৭৩.ছাত্র দু প্রকার : কেউ আছে তার নিজের জন্য পড়ে, আর কেউ আছে বাবার ভয়ে পড়ে।

৭৪. كملت من الرجال كثير পুরুষদের মধ্যে অনেকে পরিপূর্ণ হয়েছে। আর মহিলাদের মধ্যে কেবল দুজন কামেল হয়েছে। এটি পুর্ববর্তী উম্মতের ব্যাপারে বলা হয়েছে এ উম্মতের ব্যাপারে নয় । হযরত মারইয়াম ও হযরত আছিয়া এর ক্ষেত্রে আলাইহাস সালাম বলা যাবেনা। বরং রা: বলা হবে কারণ তাঁরা ঈসা আ: ও মুসা আ: এর সাহাবিয়া ছিলেন।

৭৫.ফতওয়া দেয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হলে কমপক্ষে বিশ বছর পড়তে হবে। এক বছর পড়লেই মুফতী হওয়া যায়না।

৭৬.আসমায়ে হুসনা সুনানে তিরমীযি ও ইবনে মাযা'তে উল্লেখ আছে। তবে উভয় কিতাবের তারতীবে কিছু পার্থক্য আছে। আর তিরমীযির বর্ণনায় الاحد নামটি ছুটে গেছে।

৭৭. আসমায়ে হুসনার হাদীসে احصاها এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, তাতে তিন অর্থ:

حفظ الاسماء # فہم معانی الاسماء # عام معنی کی حقیقت اپنے میں پیدا کرنا اور خاص معنی کے بارے میں اعتقاد رکھنا

৭৮. الله শব্দটির ব্যাপারে এখতেলাফ আছে। এছাড়া অন্যান্য সকল শব্দগুলো অর্থবহ, ঐ শব্দটির পরিপূর্ণ অর্থ আল্লাহ তায়ালার মধ্যে আছে।

৭৯.একই সঙ্গে অনেক ফন পড়ার দ্বারা কামেল আলেম পয়দা হয়না। পুর্ববর্তী যুগে ফন ভিত্তিক পড়াশোনা ছিল তাই কামেল আলেম পয়দা হছে।

৮০.কুরআন মুখস্থ করার পুর্বে আসমায়ে হুসনা মুখস্থ করিয়ে দেয়া চাই।

৮১.এক হাদীসে আছে, কেউ নিজের আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। একমাত্র আল্লাহর রহমতেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আরেক হাদীসে আছে, আমল করো এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। এ দুই হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক মতবিরোধ দেখা হচ্ছে। এর সমাধান হল; আমল হল سبب আর আল্লাহ তায়ালা হলেন مسبب দুনিয়া দারুল আসবাব হিসেবে 'সাবাব' এর উপর আমল করতে হবে। আর আল্লাহ তায়ালার রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করা যাবেনা এটা বিশ্বাস রাখতে হবে। তো প্রথম হাদীসের সম্পর্ক এতেক্বাদ ও বিশ্বাসের সাথে আর দ্বিতীয় হাদীসের সম্পর্ক আমলের সাথে।

৮২.তাকরারের আসল নিয়ম হল; দুজন দুজন মিলে তাকরার করা। এক সঙ্গে অনেকজন মিলে তাকরার শুনলে এর দ্বারা শুধু তাকরার করানে ওয়ালার ফায়েদা হয়। শ্রোতাদের ফায়েদা কম হয়।

৮৩. তিন জিনিস ব্যতীত ..... এক: নির্বাচিত কিছু আয়াত মুখস্থ করা। দুই: হাদীস মুখস্থ করা তিন: আসাতিযায়ে কেরামের কথা মুখস্থ করা।

৮৪.এক বাক্য মুখস্থ কর দশ বাক্য বুঝে আসবে।

৮৫. যার যেই স্তরের ইখলাস থাকবে, তার সেই পরিমাণ সওয়াব অর্জিত হবে।

৮৬. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক দুজন করে সফর করা হতনা, বরং কাফেলা রুপে সফর হত।

৮৭.ইখলাসের সঙ্গে ইখতিসাসও চাই।

৮৮. সুন্নত ও হাদীসের মধ্যে কিসের নেসবত কেউ বলেন تساوي এর নেসবত আর কেউ বলেন تباين এর নেসবত। তবে সঠিক মত হল সুন্নত ও হাদীসের মধ্যে عام و خاص مطلق كي نسبت এর নেসবত। আর যদি খোলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নতও শামিল করা হয়, তাহলে তখন উভয়ের মাঝে عام خاص من وجه নেসবত।

৮৯. সুন্নতের উপর আম ভাবে আমল করা হবে। কিন্তু হাদীসের উপর তার আপন আপন খাস জায়গায় আমল করা হবে।

৯০.নবী অনেক, এর মধ্যে ৩১৩জন রাসুল। পাঁচ জন اولوالعزم রাসুল আমাদের নবীজী সকল নবী ও রাসুলদের সর্দার।

৯১.সরকার দু প্রকার; এক: জাতীয় সরকার। দুই: আন্তর্জাতিক সরকার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সরকার কায়েম করেছিলেন সেটা ছিল জাতীয় সরকার। তাই ইন্টারন্যাশনাল সরকারী হুকুম বর্ণনা করেননি। বরং খুলাফায়ে রাশেদিনের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, যারা ইন্টারন্যাশনাল সরকার কায়েম করেছিলেন। কারণ সে সময় এ সমস্ত হুকুম বর্ণনা করলে মানুষ বুঝতনা এবং মনেও রাখত পারতনা।

৯২.সুন্নাহকে মজবুত ভাবে আকড়ে ধরার হুকুম এসেছে। হাদীসের ব্যাপারে এ হুকুম আসেনি। বরং হাদীস ভালভাবে হাদীস ঈয়াদ করা ও অন্যের নিকট পৌছানোর হুকুম এসেছে।

৯৩. সিদ্দিক অনেক মানুষই হতে পারে, কিন্তু সিদ্দিকে আকবর হলেন শুধু হযরত আবু বকর রা: ।

৯৪.সিদ্দিক বলা হয়, যে হককে শুনা ও পাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে নেয়।

৯৫.খুলাফায়ে রাশেদিন রা: দেশের সুন্দর ব্যবস্থাপনা করেছেন تنظيم ملك এবং ইসলাম ধর্মকেও সুন্দর সুশৃংখল করেছেন تنظيم ملت ।

৯৬. আসমায়ে হুসনাকে এক শ্বাসে না পড়ে বরং (দুই, তিন শব্দের) ছোট ছোট টুকরা বানিয়ে পড় তাহলে অন্তরে আছর পড়বে।

৯৭.তাকলীদ ওয়াজিব। এবং তাকলীদে শখছিও ওয়াজিব।

৯৮. আলী রা. বলেন العلم نقطة فصلها الجهلاء

৯৯.দলীল জানা এবং জানত চাওয়া ব্যতীত কোন ইমামের অনুসরণ করা, এরই নাম তাকলীদ।

১০০. দলীল জানাতো গুনাহ নয়। কিন্তু মাসআলার উপর আমল করাকে দলীল জানার উপর মওকুফ মনে করা গুনাহ।

১০১. তাকলীদ জরূরী। কারণ সব মুসলমান নিজের প্রয়োজনীয় মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে বের করতে পারবেনা।

১০২. তাবেয়ীদের যুগে দুই মাকতাবে ফিকির অস্তিত্বে এসেছে। এক: ফুক্বাহা যারা মাসআলা বর্ণনা করতেন, প্রয়োজনে হাদীস দ্বারা দলীল দিতেন। দুই: মুহাদ্দীসিন যারা হাদীস বর্ণনা করতেন, প্রয়োজনে হাদীস থেকে মাসআলা উদঘাটন করতেন। ইমাম আবু হানীফা রহ: প্রথম মাকতাবে ফিকিরের লোক। আর বাকী তিন ইমাম হলেন দ্বিতীয় মাকতাবে ফিকরের লোক। দ্বিতীয় মাকতাবে ফিকির তিন মাযহাবে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু প্রথম মাকতাবে ফিকির এক মাযহাবেই সীমাবদ্ধ আছে।

১০৩. হযরত উমর রা: হযরত আলী রা:কে তিন কাজের জন্য কুফায় প্রেরণ করেছেন। এক: শিক্ষক দুই: ক্বাযী তিন: বায়তুল মালের যিম্মাদার।

১০৪. ইরাকী মাকতাবে ফিকিরকে আহলুর রায় বলা হয় কারণ: কারণ তারা বিভিন্ন সম্ভাব্য ফরযী ছুরত কায়েম করে মাসআলা বর্ণনা করেছেন।

১০৫. কোন মাসআলার জুযয়ী ছুরত হাদীসে থাকলে হাদীস দ্বারা জবাব দেয়া, আর জুযয়ী ছুরত হাদীসে না থাকলে উসূল দ্বারা জবাব দেয়া। এটি ছিল হানাফীদের তরীকা।

১০৬. শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ: বলেন আমার অন্তরতো তাকলীদ করতে মন চায় না কিন্তু ইলহামী ভাবে আমাকে তাকলীদ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

১০৭. চিংড়ি আসলে মাছ নয়, কিন্তু আল্লামা দামীরী রহ: শাফেয়ী মাযহাবের লোক ছিলেন। তাই তিনি এটাকে হালাল বলেছেন। কারণ হানাফী মাযহাবে শুধু মাছ খাওয়া জায়েয। কিন্তু শাফেয়ী মাযহাবে সামুদ্রিক প্রায় সকল প্রাণী খাওয়া জায়েয।

১০৮. ইমাম আবু হানীফা রহ: এর চল্লিশ জনের কমিটি ছিল। যে কোন মাসআলা প্রথমে ঐ কমিটির কাছে পেশ করা হত, পরে সিদ্ধান্ত হত। এগুলো সব আবার কাছে গল্প মনে হয়। কারণ ইমাম মুহাম্মদ রহ: এর তালিমই আবু হানীফা রহ: এর কাছে পূর্ণ হয়নি। ইমাম আবু ইউছুফ এর কাছে পুর্ণ করেছেন। এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ রহ: কে ঐ কমিটির ইমামুল লুগাহ বলা হয়। এগুলো সব গল্প।

১০৯. হানাফী মাযহাব পুরো বিশ্বে ছড়িয়েছে মূলত তার নিজস্ব সৌন্দর্যের কারণে।

১১০. প্রত্যেক ব্যক্তি হচ্ছে انفرادي شخص আর মসজিদ মাদরাসা এগুলো হল قانوني شخص

১১১. দেওবান্দিয়াত হল এক মাকতাবে ফিকির (চিন্তা কেন্দ্র) যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সুন্নতকে যিন্দা করা, বিদআতকে নির্মূল করা। সুতরাং যে ব্যক্তিই সুন্নতকে পছন্দ করবে, বিদআতকে ঘৃণা করবে সেই দেওবন্দী।

১১২. যে জিনিস খাস থাকে তার দলীল বেশী থাকে আর যে জিনিস ব্যাপক হয়ে যায় তার দলীল কম থাকে।

১১৩. আল্লাহর নবী পুরো জাযিরাতুল আরবে সরাসরি প্রেরিত নবী আর পুরো দুনিয়াতে সাহাবাদের মাধ্যমে প্রেরিত নবী।

১১৪. দ্বীনী কোন বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন সাহাবায়ে কেরাম কখনো মিথ্যা বলেননি এ বিশ্বাস রাখা জরুরী।

১১৫. কোন সাহাবায়ে কেরাম থেকে গোনাহ করার পর তার উপর অটল থাকা প্রমাণিত নেই।

১১৬. শানে নুযুল ও শানে উরুদের হেকমত হল, মাসআলা এবং কথাটা যেন ভালভাবে বুঝে আসে। অন্যথায় কোন কথা বা মাসআলা্ ভালভাবে বুঝে আসবেনা।

১১৭. সাহাবাদের মাঝে আকীদার ক্ষেত্রে কোন ইখতিলাফ ছিলনা। মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ ছিল।

১১৮. যত গোমরাহ ফেরকা আছে, তারা আকীদার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ করে গোমরাহ হয়েছে। মোটকথা বুনিয়াদী বিষয়ে যে ইখতিলাফ করে সে গোমরাহ।

১১৯. কাফের ব্যতীত দুনিয়ার সবাই কুরআনকে মানে।

১২০. মুনকিরিনে হাদীস এরা কাফের, মুসলমান নয়।

১২১. আহলে হাদীসদের গোমরাহীর কারণ দুটি: এক: তারা হাদীস ও সুন্নতের মাঝে পার্থক্য করেনা, বরং তারা সকল হাদীসকে আমলযোগ্য মনে করে। দুই: ইজমাকে তারা হুজ্জত মনে করেনা।

১২২. পূর্ববর্তী যুগে উলামায়ে কেরাম ফতওয়া দিতেন যে রেল গাড়ীতে নামায পড়া জায়েয নেই। পরে হযরত থানবী র: সর্বপ্রথম ফতওয়া দিয়েছেন যে চলন্ত রেলে নামায পড়া জায়েয।

১২৩. .....।

১২৪. হযরত থানবী র: বলেন, আশিভাগ মাসআলায় মানুষ কুরআন-হাদীসের অনুসরণ করে, কোন ইমামের তাকলীদ করেনা। কারণ এগুলোতে কোন ইখতিলাফ নেই। আর বিশ ভাগ ইখতিলাফি মাসআলায় ইমামদের অনুসরণ করা হয়। আর এসব মাসআলায় ইখতিলাফ হয়েছে তিন কারণে:

এক: পরস্পর বিপরীত দুই হাদীসের ক্ষেত্রে নাসেখ-মানসুখের এখতেলাফ।

দুই: হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ।

তিন: ইস্তিম্বাতি মাসায়েল। যেগুলোতে ইস্তিম্বাত ছাড়া কোন উপায় নেই। ঐসব মাসআলায় ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে ইখতিলাফ। কারণ ইস্তিম্বাত অর্থ হল: ডুব দিয়ে মনি-মুক্তা তুলে আনা।

১২৫. اقيموا الصلاة এ আয়াত থেকে ফকীহগণ দুই শত মাসায়েল উদঘাটন করেছেন। হযরত যাকারিয়া রহ: এসব মাসআলাকে এক কিতাবে একত্র করেছেন।

১২৬. সাহাবাদের মধ্যে হযরত উমর রা: থেকে সবচেয়ে বেশী মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা শরীয়তের অন্য সকল মাসায়েলের তুলনায় একেবারেই অল্প। অতএব কোন সাহাবী থেকে দ্বীনের সকল মাসআলা বর্ণিত নেই।

১২৭. যে মুজতাহিদের ভাল ছাত্র ছিল তারা তাদের উস্তাদের নাম উজ্জল করেছে, এবং ঐ মুজতাহিদের মাযহাব দুনিয়াতে বাকী আছে। আর যাদের ভাল ছাত্র ছিলনা, তারা তাদের উস্তাদের নাম উজ্জল করেনি এবং ঐ উস্তাদের নামও দুনিয়াতে বাকী থাকেনি।

১২৮. মেশকাতে হাদীস পড়ানো হয় আর দাওরায়ে ফন্নে হাদীস পড়ানো হয়।

১২৯. আরব দেশগুলোতে শুধু হাদীস পড়ানো হয় ফন্নে হাদীস পড়ানো হয়না।

১৩০. কাদীয়ানীরা প্রশ্ন তুলেছিল যে من صلي صلاتنا واستقبل قبلتنا এ হাদীস অনুযায়ীতো আমরা মুসলিম আমাদেরকে অমুসলিম কেন বলা হয়। এর উত্তর হচ্ছে: এটা হল রসমের বর্ণনা

১৩১. দারুল উলুমে প্রশস্ততা উদারতা ও ছাড় রয়েছে তবে এটি আহলে হকের ক্ষেত্রে আহলে বাতিলের ক্ষেত্রে নয়।

১৩২. কোন আরবের সাধারণত লাহনে জ্বলী হয়না, তাদের লাহনে খফী হয়।

১৩৩. কুরআন শরীফে চার আলিফের জায়গায় পাচ আলিফ বা ছয় আলিফ টানা হল লাহনে খফী।

১৩৪. জামে আযহার আর দারুল ইলুম দেওবন্দের মাঝে পার্থক্য যেটা আলীগড় আর দারুল উলুমের মাঝে পার্থক্য।

১৩৫. গাইরে মুকাল্লিদগণের মতে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে যোহর ও আসরের নামায ছেড়ে দেয় তাহলে কাযা করতে হবেনা।

১৩৬. ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয়ার পর কাযা করলে যিম্মা আদায় হবে, কিন্তু সময়মতো নামায না পড়ার গুনাহ মাফ হবেনা।

১৩৭. মোল্লা আলী কারী রহ: এর হজ্জের ঘটনা: তিনি তওয়াফ করার সময় ভুল হয়ে গেল, এক লোক এ ভুল দেখে বলল আপনি কি মোল্লা কারী রহ: এর কিতাবুল মানাসিক পড়েননি।

১৩৮. নাবালেগের নিজস্ব সম্পদ যদি থাকে তাহলে অভিভাবকের পক্ষ থেকে তাকে খরচ দেয়া ওয়াজিব নয়, তার নিজস্ব সম্পদ থেকে তার ব্যয়ভার বহন করা হবে।

১৩৯. মানুষের যবানের পিছনে আকল থাকা চাই। কোন কিছু বলার পূর্বে শতবার চিন্তা করা যে এ কথা বলব নাকি বলবনা।

১৪০. হাদীসে এসেছে, দুটি রাত যেন এমন অতিবাহিত না হয় যে ওসিয়ত যোগ্য কোন বিষয় রয়ে গেছে কিন্তু অসিয়ত করা হয়নি।

১৪১. انا عرضنا الامانة এখানে আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষের ইস্তিদাদ এবং তাকালিফে শারইয়্যাহ এর মাঝে সংযোগ উদ্দেশ্য। পাহাড়ের কাছে আমানত পেশ করেছেন কিন্তু আমানত বহন করার ইস্তিদাদ পাহাড়ের মধ্যে নেই। মানুষের মধ্যে আছে।

১৪২. তাহাজ্জুদের আযান বলতে কিছু নেই। বরং তাকে সাহরীর আযান বলা চাই।

১৪৩. আযান শুধু ফরয নামাযের জন্য, নফল নামাযের জন্য আযান নেই।

১৪৪. জুমআর সময় যে আযান দেয়া হয় এর দুই মাক্বসাদ: যারা মসজিদে আসেনি, তারা যেন এসে যায় আর যারা উপস্থিত হয়েছে, তারা যেন খুতবা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। পরবর্তিতে হযরত উসমান রা: এই দুই মাক্বসাদের জন্য দুই আযানের প্রচলন করলেন

১৪৫. সুন্নততো হল পুরো মাথা মাসেহ করা, কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে বড় গাফলতি করি।

১৪৬. যে মাসআলা নিয়ে বেশী আলোচনা হয় ঐ মাসআলার ব্যাপারে যেহেনে গলত ধারনা বসে যায়।

১৪৭. মক্বাতে আশে-পাশে অনেক মসজিদ আছে কোনটাতেই জোরে আযান হয়না। কেবল মসজিদে হারামে হয়।

১৪৮. দ্বীনের প্রতিটি কাজই জিহাদ অর্থাত জিহাদের সঙ্গে মুলহাক্ব ملحق .এ শর্তে যে তাতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা থাকতে হবে। জিহাদের সকল ফযীলত শুধুমাত্র শরয়ী জিহাদের উপরই প্রয়োগ হবে। শরয়ী জিহাদ ব্যতীত অন্য সকল কাজ জিহাদ তার ফযীলত শুধু এতটুকুই যে তাকে জিহাদের সঙ্গে এলহাক্ব করা হয়েছে। জিহাদের অন্য কোন ফযীলত এতে প্রয়োগ হবেনা। যেমন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান আমাদের

থেকে এখানে আহলে বাইতের সঙ্গে তাকে মুলহাক্ব করা হয়েছে, এতটুকুই ফযীলত। আহলে বাইতের অন্য কোন ফযীলত তার সঙ্গে লাগবে না।

১৪৯. তাবলীগ ওয়ালাদের সর্বপ্রথম তাহরীফ এটি যে, তারা জিহাদের সকল আয়াত-হাদীস ও ফযীলতকে তাবলীগের সঙ্গে ফিট করে।

১৫০. ফালসাফা অর্থ হেকমত। ফালসাফার পারিভাষিক অর্থ হল: সাইন্স অর্থাত প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে তাহকীক করা।

১৫১. বর্তমানে ফালসাফা পড়ানো হয়না। বরং রদ্দে ফালসাফা পড়ানো হয়।

১৫২. আমি যখন মাইবুযি পড়তাম তখন কিতাবের বিভিন্ন ইবারতের উপর অনেক ইশকাল হত উস্তাদের কাছে এর উত্তর জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন এর উত্তর নেই। বরং মাইবুযিওয়ালা এক ইশকাল করেছেন তুমি দুই ইশকাল কর।

১৫৩. যে মাসআলা জানে তাকে আলেম বলা হয়। আর যে দলীল জানে তাকে মুহাক্কিক বলা হয়, আর যে মাসআলার মাসআলা জানে তাকে মুদাক্কিক বলে। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহতে মাসআলার মাসআলা অর্থাত হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে।

১৫৪. .....

১৫৫. নফসের আরামের সাথে ইলম আসেনা।

১৫৬. প্রায় ৫০ জন বড় মুজতাহিদ অতিবাহিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৫ জনের কথাই তিরমীযি শরীফে আছে।

১৫৭. ان الله لا ينظر الي صوركم... এ হাদীস আখেরাতের ক্ষেত্রে। দুনিয়াতে বাহ্যিক অবস্থার اعتبار হবে।

১৫৮. ইলম হাসিল হল কি হলনা এ ব্যাপারে উস্তাদের সাক্ষ্যের ইতিবার করা হবে। যেমন মাযহার নানুতবী র: কে তার উস্তাদগণ লিখে দিয়েছিলেন, এ ছাত্র আমাদের এখানে পড়েছে সে একজন ভাল ছাত্র।

১৫৯. তাসাউরে শায়খ এবং বুযুর্গদের মাযার থেকে এস্তেফাদা করা ওহদাতুল মওজুদ এবং ওয়াহদাতুশ শুহুদ এসব হল মধ্যযুগের তাসাউফ। দেওবন্দি তাসাউফ নয়।

১৬০. পোষাকের ক্ষেত্রে উসুল হল প্রত্যেক যামানার এবং প্রত্যেক এলাকার নেক বান্দারা যে পোষাক পরিধান করেন সেটিই হল শরয়ী পোষাক।

১৬১. জাহেল মুফতী হওয়ার চেয়ে মুফতী না হওয়া অনেক ভাল। কারণ জাহেল মুফতী তো মানুষকে গোমরাহ করবে।

১৬২. (বাংলাদেশীদের প্রতি লক্ষ্য করে) যদি তোমরা উর্দু না জান তাহলে দারুল উলুমের কোন ফয়য বাংলাদেশে পৌছবেনা। বরং সেখানে বেদআত ও খুরাফাত শুরু হয়ে যাবে। তোমরা পরস্পর উর্দুতে কথা বল বাংলাতে কথা বলনা। এবং উর্দু আহলে যবানদের সাথে থাক। তাহলে উর্দু মুখে চালু হবে। আমিতো সবসময় উর্দুতে কথা বলি, গুজরাটি ভাষায় কথা বলিনা।

১৬৩. যে কিতাবই হাতে আসে পড়ে ফেল। বুঝে আসুক বা না আসুক। এ কথাটা বুঝাতে বুঝাতে ক্লান্ত হয়ে গেছি। কিন্তু তোমরা বুঝতে চাওনা, মাননা, আবার আমার পিছু ছাড়না।

১৬৪. النحو الواضح এটি অনেক ভাল কিতাব।

১৬৫. আমাদের ছাত্রদের মুখে আরবী আসেনা, কারণ তারা অনারবীদের কাছে আরবী পড়ে।

১৬৬. বাংলাদেশী ছাত্রদের একটি বড় সমস্যা হল, তারা ইন্ডিয়াকে নিজেদের বাপ-দাদার দেশ মনে করে যেভাবে ইচ্ছা চলা ফেরা করে। পাকিস্তান ওয়ালাদের মহব্বত দারুল উলুমের প্রতি বাংলাদেশ ওয়ালাদের চেয়েও বেশী। তবুও তারাতো এমন মনে করেনা। দেখবে: পরিণতিতে একদিন বাংলাদেশকে ইন্ডিয়া দখল করে নিবে।

১৬৭. আমি একবার লন্ডনে এক ইহুদির লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম সেখানে তালমুদ চাইলাম, সে ইরেজীতে লিখিত তালমুদ এনে দিল। উর্দুটা চাইলাম বলল নেই। পরে বলল নিবেন না। বললাম এত দূরে নিয়ে যাওয়া ঝামেলা তাই নেবনা। তা ছাড়া আমিতো ভালো করে ইংরেজীও পারিনা। সে বলল দুনিয়ার যেখানেই থাকেন না কেন আমরা আপনার বাড়ীতে পৌছে দেব। কারণ আমাদের যিম্মাদারী।

১৬৮. পড়া-শোনার ক্ষেত্রে ইখলাস ও ইখতিসাস উভয়টাই থাকা চাই। এখন যদিও শুরুতে ইখলাস না পাওয়া গেলেও শেষে পাওয়া যায়, কিন্তু ইখতিসাস বিলকুল খতম হয়ে গেছে, তাই এখন ভালো যোগ্য লোক পাওয়া যায় না।

১৬৯. ফারেগ হওয়ার পর মেধাবী ছাত্র ১০ বছর পর্যন্ত মধ্যম ধরনের ছাত্র ১৫ বছর পর্যন্ত, আর দুর্বল ছাত্র ২০ বছর পর্যন্ত মোতালাআ করবে। তাহলেই এলেম আসা শুরু হবে। কিতাবের পোকা হও তাহলেই এলেম আসা শুরু হবে।

১৭০. দারুল হাদীসে পড়ানো হয় রেওয়ায়েত এবং দেরায়েত।

১৭১. দারুল উলুমের প্রথম উস্তাদ মাহমুদ এবং প্রথম ছাত্র মাহমুদ বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা সঠিক নয়।

১৭২. স্বপ্ন যোগে রাসূল সাঃ দারুল উলুমের নওদরাতে যে দাগ দিয়ে ছিলেন তা রফীউদ্দিন সাহেব ঘুম থেকে উঠে সরাসরি পাননি এবং রফীউদ্দিন সাহেব শুধুমাত্র কুপ থেকে দুধ পান করানো স্বপ্নে দেখেছেন। কিন্ত এই কুপ احاطه ملسري এর কুপ এটি সত্য নয়।

১৭৩. রাসূল সাঃ বক্তৃতা করার সময় ঘন ঘন হাত নাড়াতেন না। শুধুমাত্র এক আঙ্গুল দিয়ে কখনো ইশারা করতেন। বর্তমানে যে আমরা বেশী বেশী হাত নাড়াই এটি ইংরেজদের আবিষ্কার।

১৭৪. কুরানের যেখানেই وما ادراك এসেছে সেখানে এর উত্তর বিদ্যমান আছে,আর যেখানে وما يدري –وما تدري সেখানে তার উত্তর উল্লেখ নেই।

১৭৫. হানাফী মাযহাব সুন্নতের অধিক নিকটবর্তি। হাদীস নয় বরং সুন্নত।

১৭৬. কোন আকাবিরের নামের শুরুতে যদি বেশী বেশী উপাধী লাগানো হয় তাহলে সেটি আকাবির পূজা হবে। দেওবন্দিয়াত হবেনা।

১৭৭. আহলে হাদীসরা প্রশ্ন তুলে, দেওবন্দে হাদীস পড়ানো হয়না বরং আক্বওয়ালে রিজাল পড়ানো হয়।

১৭৮. জাহেযের কিস্সা: আগের যুগে যারা ছবি বানাতো, যার ছবি বানাবে তাকে সামনে বসিয়ে ছবি আকতো এক মহিলা বলল আমাকে শয়তানের ছবি একে দাও। ছবি বানানেওয়ালা বলল শয়তান কেমন তাতো আমি দেখিনি, তখন মহিলা জাহেযকে ছবি বানানেওয়ালার কাছে নিয়ে বলল এই যে এর মত। জাহেয বলেন এই মহিলার মত শরম আমাকে আর কেউ দেয়নি।

১৭৯. রাসুলের যুগে দুই আযান হত এক সেহরীর আযান দুই সেহরী বন্ধ করার আযান। কিন্তু এখন আমরা সেহরীর আযানের রেওয়ায বন্ধ করে দিয়েছি, হয়ত ঢোল বাজানো হয় বা সাইরেণ বাজানো হয়।

১৮০. যখন অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায় তখন নুসুস বুঝা মুশকিল হয়ে যায়।

১৮১. قد قامت الصلاة এটি দু শ্বাসে পড়া হবে এক শ্বাসে নয়। এমনিভাবে শেষ দু তাকবীর এক শ্বাসে আর তাহলীল আরেক শ্বাসে এক সঙ্গে তিনটি নয়। আবরারুল হক রহ: এমনটি বলতেন কিন্তু এটি ছহীহ নয়। এখনতো রসমে আযান রয়ে গেছে, রুহে বেলালী নেই।

১৮২. মাদারেসে ইসলামীয়া আরাবিয়ার মাক্বসাদ হল তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ এবং এ তিনটির উসুল পড়ানো। আর এ ছয়টি উলুমের মাক্বসাদ سعادة دارين উভয় জাহানের সৌভাগ্য অর্জন।

১৮৩. আর পৃথকভাবে হাদীস ও তাফসীরের মাক্বসাদ হচ্ছে تشريع- تأسي

১৮৪. দাড়ী ও পাগড়ির ক্ষেত্রে মিশরের লোকেরা বলে এটি হল সুনানে যায়েদা। আর আমরা বলি এগুলো হল সুনানে হুদা।

১৮৫. আকাবিরকে আকাবির অবস্থায় রাখা এটি হচ্ছে দেওবন্দিয়াত, আর আকাবির পূজা এটি দেওবন্দিয়াত নয়।

১৮৬. সালাম এবং এবং সালামের জবাব দুটোই শুনিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

১৮৭. ফেক্বাহ থেকে তাশরী . تشريع ঠিক নয়। تشريع তো হবে কুরআন ও হাদীস থেকে।

১৮৮. দারুল উলুম দেওবন্দে হাদীস পড়ার সনদ দেয়া হয়। আমভাবে হাদীস পড়ানোর ইজাজত দেয়া হয়না।

১৮৯. আমার পক্ষ থেকে হাদীস পড়ানোর দেয়া হবে তিন শর্তে। এক: হাদীসকে ভালভাবে বুঝা। দুই: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী হওয়া। তিন: হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কমবেশী না করা।

১৯০. ২০ বছর হাদীস পড়াও, তারপর আস, পরীক্ষা নিয়ে যোগ্য মনে হলে হাদীস পড়ানোর ইজাজত দিব।

১৯১. কুরআনের ৩০ টি বিষয় এমন যে যার হেফাজত লিখা ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতীতে সম্ভব নয়।

১৯২. কুরআনের হেফাজত ইসলামী সরকারের যিম্মায় নয়।

১৯৩. ঈমান এটি এক হাকীকতে মুসতামের্রাহ।

১৯৪. তাবীল এর অর্থ হল بٹانا کی کل باتوں کی এটি হল کلی معنی --- جزوی معنی হল স্বপ্নের তাবীর করা।

১৯৫. দেওবন্দে কেউ যদি পড়ে তার মন প্রশস্ত হয়ে যায়। আর মাজাহেরুল উলুমে পড়লে তার মন সংকীর্ণ থাকে।

১৯৬. কুরআনে বর্ণিত خزائن الارض এর অর্থ হল উৎপাদিত ফসলের যিম্মাদার। এর অর্থ অর্থমন্ত্রী নয়।

১৯৭. ان کید کن عظیم এটি আযিযে মিছরের উক্তি। এমনিভাবে ان انکر الاصوات لصوت الحمیر এটি লুকমান হাকীমের উক্তি।

১৯৮. যে ব্যক্তি মা-বাবার খেদমত করে তার আসল ছাওয়াব যদিও আখেরাতে পাবে। কিন্তু এর বরকত দুনিয়াতেই পাবে।

১৯৯. উলামাগণ কিতাবে লিখেছেন: রোগীকে হাল পুরসী জিজ্ঞেস করার পর সে যদি আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে, তাহলে এটি তার দরজা বুলন্দির আলামত। আর যদি হায় হুতাশ করে তাহলে এই রোগ তার জন্য ফিতনা হওয়ার আলামত।

২০০. চারটি মাধ্যমে গুনাহ মাফ করা হয়। এক: দুনিয়াতে বিপদ ও রোগ দেয়ার মাধ্যমে। দুই: কবরের আযাবের মাধ্যমে। তিন: হাশরের ময়দানে। চার: জাহান্নামে আযাবের মাধ্যমে।

২০১. জান্নাত তো মুলত ঈমানের বিনিময়ে দেয়া হবে। আমল হল ঈমানের তাবে। তবে গুনাহ ইমানের তাবে হবেনা। বরং জান্নাতে প্রবেশের আগে সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

২০২. .....

২০৩. কাফেরদেরকে তাদের সকল ভাল কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু মুমিনদের বিষয়টি এমন নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর। চাইলে দুনিয়াতে দিতে পারেন অথবা আখেরাতের জন্য রেখে দিতে পারেন।

২০৪. এনকারে হাদীসের ফিতনা ৫০ হিজরীর পরে বিভিন্ন বাতিল ফেরকার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে।

২০৫. হাদীস সম্পর্কে তোমরা যখন কিছু লিখবে হুজ্জিয়তে হাদীস সম্পর্কে কিছু অবশ্যই লিখবে।

২০৬. সর্ব প্রথম নবী হলেন নূহ আ: তার পূর্বে কোন নবী ছিলনা।

২০৭. সকল নবী উম্মি হয়ে থাকেন।

২০৮. তাওরাত অল্প অল্প করে ৪০ দিনে নাযিল হয়েছে। প্রথমে ৩০দিন সময় দেয়া হয়েছিল কিন্তু এ সময় তখতির মধ্যে লেখা শেষ হয়নি। তাই ৪০ দিন সময় নেয়া হয়েছে।

২০৯. ওহী দুই প্রকার: এক; ওহীয়ে রব্বানী দুই; ওহীয়ে শয়তানী। বুখারীর প্রথম হাদীসে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। انما الاعمال بالنيات হাদীসটি শুরুতে আনা হয়েছে এদিকে ইশারা করার জন্য।

২১০. হযরত সুফিয়ান সাওরী র: বলেন, আমরা প্রথমে গাইরুল্লাহর (আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতিত অন্য কিছুর) জন্য ইলম শিখে ছিলাম। তারপর ইলম সে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো জন্য হতে অস্বীকার করল।

২১১. قوة ارادية কে মজবুত কর। তাহলে খাহেশাত মাগলুব হয়ে যাবে।

২১২. দাউদ আ: ও ঈসা আ: বনী ঈসরাঈলের নবীদের অন্তর্ভুক্ত।

২১৩. সুফিয়ায়ে কেরামের নিকট ইশরাক ও চাশতের নামায ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু মুহাদ্দীসিন ও ফুক্বাহায়ে কেরামের নিকট চাশত ও ইশরাক একই নামায।

২১৪. যাওয়ালের পর যে নামায পড়া হয় হানাফিদের নিকট তা জোহরের সুন্নত। শাফেয়ীদের নিকট যওয়ালের এর নামায।

২১৫. الدنيا بالوسائل لا بالفضائل

২১৬. আমার ছেলের مالي ولايت আমার উপর নেই। কিন্তু اخلاقي ولايت আমার উপর আছে।

২১৭. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সুন্নাহ ও ইজমা মানা শর্ত।

২১৮. মাসতুরাতের জন্য তাবলীগে যাওয়া জায়েয নেই। এটাই দারুল উলুমের ফতওয়া।

২১৯. বর্তমানে পুরো তাবলীগ জামাতের মানহাজই পরিবর্তন হয়ে গেছে। যে উদ্দেশ্যে তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে উদ্দেশ্য আজ পরিবর্তন হয়ে গেছে।

২২০. আবদাল, গাউস, কুতুব, এগুলো দেওবন্দী তাসাউফ নয়। এমনিভাবে وحدة الوجود- وحدة الشهود- فنا في الله এগুলোও দেওবন্দী তাসাউফ নয়। আবদাল ও কুতুবের হাদীস সমুহ বনু উমাইয়ার বানানো।

২২১. দেওবন্দী তাসাউফের আদর্শ হল, কুরুনে ছালাছা এর তাসাউফ। এর পরবর্তী যুগের তাসাউফ দেওবন্দী তাসাউফ নয়।

২২২. থানবী ও গাঙ্গুহী র: তাসাউফের ক্ষেত্রেও তাজদীদ করেছেন।

২২৩. হুক্বা পান করা মুবাহ। তবে শর্ত হল: হুক্বার পানি পরিবর্তন করতে হবে। পানি পরিবর্তন না করলে মাকরুহ হবে।

২২৪. দেওবন্দী তাসাউফ বুঝার জন্য কুরআন মাজীদ, ছহীহাইন ও সুনানে আরবাআ মুতাআলা কর। এখানে যা আছে এগুলোই দেওবন্দী তাসাউফ।

২২৫. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হয়েছে। যখন এ ওফাতের মাঝেই মতবিরোধ তো জন্মের সময়তো সাহাবারা তো ছিলেন না এ ব্যাপারেতো আর আগেই এখতেলাফ হবে।

২২৬. রবিউল আউয়ালের বার তারিখ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার ওফাত হওয়া নিশ্চিত। আবার এদিকে বিদায়ে হজ্বের সময়ে নয় জ্বিলহজ আরাফার দিন শুক্রবার হওয়া

নিশ্চিত। অতএব এ বিষয়গুলো ঠিক রাখতে গেলে কোন ভাবেই ১২ ই রবিউল আউয়াল ওফাতের তারিখ মিলেনা।

২২৭. কারো সম্মানার্থে দাড়ানো সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবিরদের মেজাজে পছন্দ ছিলনা। হযরত মাদানী র: খুব রাগ করতেন কেউ যদি তার সম্মানার্থে দাঁড়াতো।

২২৮. মিনা, মুযদালিফা, আরাফা এগুলো হল مشعر আর مشعر.নির্ধারিত। মক্কা শহরের মধ্যে এগুলো দাখেল নয়।

২২৯. عن عمرو بن شعيب এ সনদটি ছহীহ এটিই সঠিক কথা। ছহীহাইন এর মধ্যে এ সনদ আসেনি। কারণ বুখারী ও মুসলিমের উসুল হল যে সনদ مختلف فيه ঐ সনদে হাদীস আনেন না আর এ সনদ مختلف فيه তবে মুসলিম শরীফের باب التشهد في الصلاةএর মধ্যে এ সনদের কথা আছে।

২৩০. কেউ যদি বিবাহের সুন্নত আদায়ের জন্য হিজরত করে, তাহলে তার বিবাহের সুন্নত আদায়ের ছাওয়াব মিলবে, কিন্তু হিজরতের ছাওয়াব পাবেনা।

২৩১. জাহেল প্রশ্নকারী প্রশ্নের শেষে লিখে কুরআন ও হাদীসের আলোকে দলীলপূর্ণ উত্তর দিবেন। সে কুরআন হাদীসের কী বুঝবে।

২৩২. এক মন এলেমের জন্য দশ মন আকলের প্রয়োজন।

২৩৩. যে সমস্ত এলেম আকলকে তেজ বানায় ঐ সমস্ত এলেম ও কিতাব এখন আর পড়ানো হয়না।

২৩৪. (বিয়ের ক্ষেত্রে) আলেমা ও গাইরে আলেমা উভয়ের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসলে যে দ্বীনদার তাকে গ্রহণ কর।

২৩৫. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা এই কামালাত দান করেছেন যে তিনি মা'নবী জিনিসকে মাহসুসী বানিয়ে পেশ করতেন।

২৩৬. বড় হতে হলে যে কোন এক বিষয়ে ইখতিসাস থাকতে হবে।

২৩৭. কুরআন কখনো শুধু ঈমানের উপর জান্নাতের সুসংবাদ দেয়নি।

২৩৮. সমস্ত নবীগণই ওহী আসার পূর্বে ছয় মাস স্বপ্ন দেখতেন।

২৩৯. স্বপ্নের ব্যাখ্যার ইলম এটি ওহাবী, কাসবী নয়।

২৪০. নবুওত খতম হয়ে গেছে কিন্তু কামালাতে নবুওত বাকী আছে।

২৪১. সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আখেরী নবীর উম্মত হওয়ার জন্য দুয়া করেছেন একথা ছহীহ নয়।

২৪২. দারুল উলুমে বহিরাগত কোন সংগঠনের কাজ করার অনুমতি নেই।

২৪৩. এক মুফতী সাহেবের হাওয়ালা দিয়ে হযরত বলেন, তাবলীগওয়ালাদের ঝগড়া দ্বারা এ ফায়েদা হয়েছে যে, উলামাদের মুখ খুলে দিয়েছে, না হলে উলামাগণতো তাবলীগের ব্যাপারে মুখ খুলতে ভয় পেতেন।

২৪৪. আমি আল্লামা মাহদী হাসান শাহজাহানপুরী রহ: এর দু বছর খেদমত করেছি। তাকে আমি কোন প্রশ্ন করতামনা। কারণ তাকে প্রশ্ন করার মত কোন কিছু যেহেনে আসতনা।

২৪৫. একবার হযরত শাহজাহানপুরী রহ: জিজ্ঞেস করলেন, সাইদ সবাইতো খেদমতের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার কাছে আসে সুওয়াল করে, তাদের খেদমতের ব্যবস্থা করে দেই। তোমার কি এ ব্যাপারে কোন সুওয়াল বা চিন্তা নেই। আমি বললাম, হযরত অবশ্যই চিন্তা আছে। কিন্তু এটি ছেলের চিন্তার বিষয় নয়, বরং বাবার চিন্তার বিষয়।

২৪৬. হযরত শাহ ওলীউল্লাহ রহ: বলেন বেশী বেশী দুরূদ পড়া এটি তাওহীদের হেফাজতের জন্য।

২৪৭. সনদ কোন গুরূত্বপূর্ণ বিষয় নয়, পড়া-শোনা শেষ করাই ব্যস সনদ। পূর্ববর্তী আলেমদের কোন সনদ ছিলনা।হযরত থানবী,গাঙ্গুহী, আযীযুর রহমান রহ: তাদের কোন সনদ ছিলনা।

২৪৮. তোমাদের যদি কিছু এলেম-কালাম থাকে তাহলে কেউ সনদ চাবেনা। আর যদি এলম না থাকে তাহলেই সনদ চাওয়া হবে।

২৪৯. মানুষের কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

২৫০. মুশরীকীনদের সন্তানদের ব্যাপারে ইমামে আযম আবু হানীফা রহ: এর মাসলাক হল চুপ থাকা(سكوت)। এমনিভাবে ইয়াযীদের ব্যাপারে দেওবন্দী মাসলাক হল চুপ থাকা, কারণ এ ব্যাপারে বর্ণনা সমূহ পরস্পর বিরোধি।

২৫১. সব মাসআলার ফয়সালা জরূরী নয়। যে মাসআলার সম্পর্ক আমাদের দ্বীনের সাথে সে মাসআলারই ফয়সালা জরূরী।

২৫২. ইলিয়াস রহ: তাবলীগ জামাত চালু করেছেন تبليغ دين .এর উদ্দেশ্যে। কিন্তু বর্তমানে এর মাকসাদ হয়ে গেছে بقاء دين কারণ বর্তমানে বেশীর ভাগ দ্বীনদার লোকেরাই জামাতে বের হয়।

২৫৩. তাবলীগওয়ালাদের কোন বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করোনা, কারণ তাদের কোন বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই।

২৫৪. পূর্ব যুগে ছাত্ররা পড়ত, এ কারণে আলেম হত। বর্তমানে ছাত্রদেরকে পড়ানো হয়, বাবার ভয়ে ছাত্ররা পড়ে, তাই আলেম হয়না।

২৫৫. উস্তাদদেরকে আগে ঘর দেয়া চাই তারপর বেতন।

২৫৬. দেওবন্দী তাসাউফে মানুষকে ছেড়ে পাহাড়ে যাওয়ার কোন পদ্ধতী নেই। এগুলো হল মধ্যযুগের তাসাউফ।

২৫৭. لا رهبانية في الاسلام- سوء المؤمن شفاء- المجتهد يخطي ويصيب এগুলো কোন হাদীস নয়, বরং এগুলোর মাযমুন অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

২৫৮. علماء امتى كانبياء بني اسرائيل এটি হাদীস নয় ইসলামিয়াতের কিতাবসমূহের একটি ইবারত। তাছাড়া এখানে মর্যাদার কথা বলা হয়নি। বরং যিম্মাদারীর বর্ণনা করা হয়েছে। এবং তাদের মত ছাওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু মর্যাদা পাওয়া যাবেনা।

২৫৯. مراقبة قبور ও كشف قبور এগুলো দেওবন্দী তাসাউফ নয়। এমনিভাবে কবরে গিয়ে যিকরে জলী করা দেওবন্দি তাসাউফ নয়। কবরে গিয়ে বসার ইজাজত নেই। দাড়িয়ে যিয়ারত করতে হবে।

২৬০. মসজিদ ও মাদরাসার ভিতরে বুযুর্গদের কবর বানানো ঠিক নয়।

২৬১. হযরত মনযুর নোমানী রহ: বলতেন; বেরলবী আর দেওবন্দীদের মাঝে এক হাত পার্থক্য। অর্থাত আমরা বেরলবীদের কাছাকাছি চলে গেছি। আমি বলি এখন দেওবন্দিরা বেরলবীদের কোলে চড়ে বসেছে।

২৬২. ফাতরাতে ওহীর ক্ষেত্রে সঠিক মত হল, ছয় মাস ওহী বন্ধ ছিল। তিন বছর নয়।

২৬৩. বনী ইসরাইলের সকল নবীগণ মূসা আ: এর অধীন ছিলেন।

২৬৪. যমীনী ফেরেশতাগণ عناصر اربعة দ্বারা সৃষ্ট, আর আসমানের ফেরেশতারা নূর দ্বারা সৃষ্ট।

২৬৫. احوال متواردة এর ক্ষেত্রে হাত উঠিয়ে দুয়া না করা। আর احوال خاصة. এর ক্ষেত্রে হাত উঠিয়ে দুয়া করা।

২৬৬. কুরআন-হাদীসের কামেল মুতাআলা দ্বারা যে যেহেন ও মেযায সৃষ্টি হয় তাকে وجدان كامل বলে, আর অসম্পূর্ণ মুতাআলা দ্বারা যে মেযায সৃষ্টি হয় তাকে وجدان ناقص বলে।

২৬৭. সকল বিজ্ঞানীদের কাছে এটি স্বীকৃত যে, সৃষ্টিজীবের যত আওয়ায আছে সব শুন্যের মধ্যে সংরক্ষিত আছে।

২৬৮.দিনের নামাযে আস্তে কেরাত পড়া, আর রাতের নামাযে জোরে কেরাত পড়া এর হেকমত হল দিনের মধ্যে انقباض আছে আর রাতের মধ্যে انبساط .তাই দিনে আস্তে পড়তে ভাল লাগে আর রাতে জোরে পড়তে ভাল লাগে।

২৬৯. ফাসেকে মুলিনকে (প্রকাশ্য ফাসেককে) সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে কারণ পূর্বের যুগে ৯৫ শতাংশ মানুষ ভাল ছিল। তাই পাঁচ শতাংশ মানুষকে সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে যাতে তারা ভাল হয়ে যায়। বর্তমানে আশি শতাংশ মানুষ প্রকাশ্য ফাসেক। এখন তাদেরকে সালাম না দিলে উল্টো কুপ্রভাব পড়বে। তাই এখন আর আগের হুকুম নেই।

২৭০. আলী রা: বলেন; كلموا الناس علي قدر عقولهم

২৭১. শরীয়তের অধিকাংশ اسرار-غموز --- وجداني হয়ে থাকে তাই এগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করা ঠিক নয়।

২৭২. জালালাইন বুঝার জন্য একবার কয়েকজন উস্তাদ হযরত নানুতবী রহ: এর কাছে গেলেন; হযরত বুঝালেন উস্তাদগণ বললেন হযরত বুঝলামনা। আপনার স্তর থেকে একটু নীচে নেমে বুঝান। এবার বুঝানোর পর উস্তাদগণ বললেন; এবার শব্দতো বুঝলাম কিন্তু অর্থ বুঝলাম না। নানুতবী রহ: বললেন এখন আর আমার এর চেয়ে নীচে নেমে বুঝানোর শক্তি নেই। পরে আসেন।

২৭৩. যত হাদীসে মুসালসুল আছে, সবগুলোরই তাসালসুল এখন আর বাকী নেই। সবগুলোই منقطع হয়ে গেছে। বিশেষ করে খেজুর ও পানির হাদীসের ব্যাপারে আব্দুল ফাত্তাহ রহ: বলেন আমি লক্ষ বার কসম করে বলতে পারব এটি জাল হাদীস।

২৭৪. কালিমায়ে শাহাদাতের লা ব্যতিত রাসুলের জীবনে কোন লা ছিলনা।

২৭৫. রমযান মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জীবরাইল আ: রাতে আসতেন।

২৭৬. ২৭ এ রজব মেরাজ হওয়ার বিষয়টি ভুয়া। ভিত্তিহীন।

২৭৭. একবার আরবদের এক মজলিসে এক ব্যক্তি কুরআন পড়ছিল وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين এক আরব দাড়িয়ে বলল لا-لا يا شيخ تنفع المؤ منات

২৭৮. হযরত আ: এর এমন কোন রোগ হয়নি যে কারণে মানুষ তাকে ঘৃণা করবে। এ ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে এগুলো ইসরাইলি বর্ণনা। নবীদেরকে যদি এমন রোগ দেয়া হয় তাহলে মানুষ তাদেরকে ঘৃণা করবে। তখন ঈমান কিভাবে মাহফুয থাকবে।

২৭৯. যে কোন প্রেসিডেন্ট মারা গেলে প্রথমে তার স্থলাভিষিক্ত কে ঘোষনা দেয়া হয় তারপর তার মৃত্যুর ঘোষনা দেয়া হয়।

২৮০. ওযুতে তিন ছুরত: এক: অন্য ব্যক্তি শুধু পানি এনে দেয়া এটি জায়েয। দুই: অন্য ব্যক্তি পানি ঢেলে দেয়া। তিন: অন্য ব্যক্তি একেবারে হাত-পা ধুয়ে দেয়া, এটি মাকরূহ কোন উযর না থাকলে।

২৮১. বিসমিহী তায়ালা লেখা ঠিক নয় বরং পুরো বিসমিল্লাহ লেখা উচিত। আর চিঠিতে অবশ্যই বিসমিল্লাহ লেখা চাই। যার কাছে প্রেরণ করা হবে সে হেফাযত করুক বা না করুক।

২৮২. কারো কাছে চিঠি লেখার সময় তার উপাধীও লেখা চাই।

২৮৩. হিন্দুদের ধর্মীয় সালাম হল দুটি এক: রাম রাম দুই: নমস্কার।

২৮৪. হযরত শাহ ওলীউল্লাহ রহ: বলেন, তাহরীফের কারণ সাতটি:

২৮৫. দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বহিষ্কারের বিষয়টি অনেক ভয়ংকর।

২৮৬. শিয়াদের কালিমা ভিন্ন। তাদের নামাযও তিন ওয়াক্ত। এজন্য শিয়া মতবাদ ইসলামের বিপরীত একটি ধর্ম। এমনিভাবে কাদিয়ানী মতবাদও ইসলামের বিপরীত একটি ধর্ম।

২৮৭. ইসলামে বাহাত্তর ফেরকা হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আধিক্যতা বুঝানো। সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়।

২৮৮. সাহাবাগণ কখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনর্থক প্রশ্ন করতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস রা: বলেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাত্র ১৪ টি প্রশ্ন করেছেন যা কুরআনে কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৮৯. যারা জাহান্নামে যাবে তারা আকীদার ক্ষেত্রে এখতেলাফ করার কারণেই যাবে। মাসাইলের ক্ষেত্রে এখতেলাফের কারণে কেউ জাহান্নামে যাবেনা।

২৯০. অতীতের যত গোমরাহ ফেরকা আছে সেগুলোর নাম অথবা আফকার-চিন্তাধারা অবশ্যই বাকী আছে।

২৯১. সকল নবীগণ মাসুম, আর সাহাবাগণ হলেন মাহফুয।

২৯২. বর্তমানের ইব্বাযিয়া ফেরকা যারা ওমান শাসন করে, তারাই হল খারেজী ফেরকা।

২৯৩. মুতাযিলাদের একটি আকীদা হল আকল ও নকলের মাঝে বিরোধ হলে আকলকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

২৯৪. তালিবে ইলমের মাঝে যদি কোন এক ফেরকার রদ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে সে অন্য সকল ফেরকার রদ করতে পারবে।

২৯৫. মাইবুযি সকল তালিবুল ইলমকে পড়ানো জরুরী নয়। হ্যাঁ শুধু মেধাবী তালিবুল ইলমদেরকে পড়ানো হবে।

২৯৬. আমি বশির আহমদ সাহেবের কাছে ইলমুল ফালাকিয়াতের পাঁচটি কিতাব পড়েছি।

২৯৭. নিজের মন মতো কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করার জন্য মুতাযিলারা নকলের উপর আকলকে প্রাধান্য দেয়ার মূলনীতি বানিয়েছে।

২৯৮. সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রা: হকের উপর ছিলেন, হযরত মুয়াবিয়া রা: এর ইজতিহাদি ভুল হয়ে গেছে। এমনিভাবে জঙ্গে জামালের মধ্যে হযরত আয়েশা রা: এর ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেছে, হযরত আলী রা: হক্বের উপর ছিলেন। আসলে তখন ইখতিলাফের ধুয়া উড়ছিল, তাই কোন দিকের ইজতিহাদ সঠিক তা বলা মুশকিল ছিল। পরবর্তিতে তা স্পষ্ট হয়েছে।

২৯৯. শিয়াদের মৌলিক আকীদা দুটি: এক: হযরত আলী রা: হলেন সঠিক খলীফা, বাকী তিন খলীফা গাসেব। দুই: রাসুলের পর তাদের বার ইমামের নিকটও ওহী আসত।

৩০০. হযরত মুয়াবিয়া ও আলী রা: এর মাঝে যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে হযর আলী রা: কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দিলেন قتلانا و قتلاهم في النار.

৩০১. রাফেযীদের আকীদা মতে সকল সাহাবাগণ মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন সালীশী মেনে নেয়ার কারণে।

৩০২. সীরাতে ইবনে হিশাম হচ্ছে সিরাত সম্পর্কিত একটি কিতাব আর তার শরাহ হল আর রাওযুল আনিফ।

৩০৩. হানাফিদের নাম আহলুর রায় বলা হয়। কারণ ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাদের মাক্বাম সবার উপরে।

৩০৪. বর্তমানে দুনিয়ার আশি শতাংশ মানুষই হল মুরজিয়া ।

৩০৫. শাইখুল হিন্দ রাহ: বলেন ইমানের ক্ষেত্রে مركب وبسيط এর ঝগড়া دلائل ঝগড়া নয় বরং مقتضائے مقامات এর ঝগড়া।

৩০৬. আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের থেকে কাজ নেন; যেমন দোকানের কর্মচারী থেকে কাজ নেয়া হয়।

৩০৭. استوي علي العرش কুরআনের সাত জায়গায় আছে এর অর্থ হল সমস্ত সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রণ করা। যেমন বাবরের পর হুমায়ুন সিংহাসনে বসলেন। এর অর্থ এই নয় যে সর্বক্ষণ বসে থাকা। বরং উদ্দেশ্য হল দেশকে নিয়ন্ত্রণ করা।

৩০৮. আকীদার ক্ষেত্রে হানাফিরা সাধারণত মাতুরিদী, শাফেয়ীরা আশআরী, হাম্বলীরা সালাফী হয়ে থাকে। আর মালেকীদের মধ্যে কেউ কেউ আশআরী আর কেউ মাতুরিদী। মোট কথা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মাঝে আকীদার ক্ষেত্রে তিন মাযহাব। আশআরী, মাতুরিদী, সালাফী।

৩০৯. সালাফিদের মাঝে কঠোরতা রয়েছে তারা আশআরী ও মাতুরীদীদেরকে কাফের বলে। কিন্তু আশআরী ও মাতুরিদীরা কট্টর নয়, তারা সালাফিদেরকে কাফের বলেনা।

৩১০. আমি কারের মাধ্যমে দরসে আসা-যাওয়া করিনা। কারণ এতে অহংকার আসবে, বরং রিকসা দিয়ে আসা-যাওয়া করি।

৩১১. শিয়ারা তাদের ইমামদের জন্য لوازم وحي ছাবেত করে এজন্য তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে এখতেলাফ আছে।

৩১২. ইমাম মাহদী এভাবে বলা ঠিক নয়। কারণ শিয়ারা তাদের আকীদার ভিত্তিতে এভাবে বলে। বরং বলতে হবে, হযরত মাহদী

৩১৩. হযরত সারা, মারইয়াম, হাজেরা তাদের ক্ষেত্রে আলাইহাস সালাম শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ তারাতো নবী নন। এমনিভাবে হযরত আলী রা: হযরত হাসান, হুসাইন রা: এর ক্ষেত্রেও আলাইহিস সালাম ব্যবহার করা ঠিক নয়, কারণ তাঁরাতো হলেন সাহাবী।

৩১৪. খারেজিদের আকীদা হলো ইমাম যদি জালেম হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়াজিব।

৩১৫. نفس ايمان শুধু ইমান এটি دخول جنت জান্নাতে প্রবেশের গ্যারান্টি, دخول اول প্রথমেই জান্নাতেই প্রবেশের গ্যারান্টি নয়।

৩১৬. কারো কারো ধারনা হেদায়াতে যত নকলী ও আকলী দলীল আছে। সব মাবসুত এর খুলাসা।

৩১৭. কাফেররাতো এটাই চায় যে জিহাদের হাকীকী অর্থ বিকৃত করে দেয়া হোক। এজন্য তাবলীগ ওয়ালাদেরকে সারা দুনিয়াতেই ভিসা দেয়া হয়। জিহাদ দ্বারা কেউ যদি তাবলীগ উদ্দেশ্য নেয় তাহলে এটি তাহরীফ হবে।

৩১৮. মুসলমানরাতো দাজ্জালের অপেক্ষায় থাকবেনা। বরং পানাহ চাবে। দাজ্জালের অপেক্ষায় ইহুদিরা আছে। ইসফাহানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসরণ করবে, যারা তায়লাসান পরিধান করে থাকে।

৩১৯. দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য ঈসা আ: আসবেন। অন্য কোন নবী আসবেন না। কারণ অন্য নবী আসলেতো مسيح الضلالة ও مسيح الهداية এর امتياز হবেনা।

৩২০. ঈসা আ: কে ইহুদিরা হত্যা করেছে مسيح الضلالة মনে করে, আর দাজ্জালকে مسيح الهدايةমনে করে তার অপেক্ষায় আছে।

৩২১. খলীফা কাকে বলে? খলীফা বলে যিনি রাসুলের তরীকার উপর চলেন এবং হুকুমতের ক্ষেত্রে ملكيت রাজত্বের কোন কল্পনাই থাকেনা।

৩২২. মানুষ উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ: ও বাদশাহ আলমগীরকে খলীফায়ে রাশেদ বলে মনে করে।

৩২৩. من كثر سواد قوم فهو منهم এজন্য পূজা ও বিধর্মীদের কোন অনুষ্ঠানের আশে-পাশে হাঁটতে নেই।

৩২৪. নমরূদ দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে একথা বলেনি যে আমি সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত করি, তোমার রব পারলে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করুক। কারণ নমরুদ নিশ্চিত জানত যে একজন রব অবশ্যই আছেন। আমি দাবী করলে তিনি হয়ত উদিত করে দিবেন।

৩২৫. ইবরাহীম আ: তারকার দিকে তাকিয়ে পরে বললেন اني سقيم অর্থাত আমি অসুস্থ হব। কারণ সে সময়কার লোকেরা তারকা দেখে ভবিষ্যত জানার ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিল।

৩২৬. দারূল আমান এটি দারূল হরবেরই একটি প্রকার। আলাদা কোন কিছু নয়। উভয়টির মাঝে عام خاص مطلق এর সম্পর্ক। অর্থাত দারূল আমান দারূল হরবের قسم নয়, বরং قسيم ।

৩২৭. ফাতেহা খালফাল ইমামের ব্যাপারে হানাফীদের পাঁচটি মত পাওয়া যায়। আর আমার ষষ্ট একটি মত আছে। সেটি হচ্ছে, সূরা ফাতেহা মনে মনে কল্পনা করা। হযরত আবু হুরাইরা রা: থেকে এ মতের দলীল পাওয়া যায়, তিনি বলেন اقرأ في نفسك

৩২৮. দারুল ইফতার কাজ ব্যক্তিকে মাপা নয়, বরং ব্যক্তির নযরিয়াত ও চিন্তাধারার ব্যাপারে ফতওয়া দেয়া।

৩২৯. আমি বলি দারূল আমান শব্দটি পূর্ববর্তি ফকীহদের কিতাবে নেই। বরং দার দুইটি: দারূল ইসলাম, দারূল হরব।

৩৩০. তাদরীবুল মুয়াল্লিমীনের কাজ হল, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফনের মুতুন হিফয করানো। যে কোন জামাতের তাকরার করানো দায়িত্ব দেয়া এবং পর্যবেক্ষণ করা সে কেমন তাকরার করাচ্ছে। দু-একটি কিতাব পড়ানোর দায়িত্বও দেয়া।

৩৩১. তাখরীবের মধ্যেই তামীর। অর্থাত একবার ধ্বংস হলেই আবার নির্মাণ হবে।

৩৩২. আইনুল ইয়াক্বীন আর হাক্কুল ইয়াক্বীন একই বিষয়।

৩৩৩. اجلس بنا نؤمن ساعة - নুমন অর্থ হল দ্বীনের ব্যাপারে কথা বার্তা বলা।

৩৩৪. দুনিয়াতে সব হালাল খাবার খাওয়া জরূরী নয়। কিন্তু সকল হালাল খাবার থেকে বেঁচে থাকা জরূরী।

৩৩৫. সকল নবীদের দ্বীন এক কিন্তু শরীয়ত, আইন ভিন্ন।

৩৩৬. আমাদের এবং বনী ইসরাইলের শরীয়তের মাঝে অনেক বড় পার্থক্য।

৩৩৭. ইহুদী-খৃষ্টানরা তাওহীদকে অস্বীকার করেনা। কিন্তু রিসালাতে মুহাম্মাদিকে অস্বীকার করে।

৩৩৮. গান্ধীজী বলেন হিন্দুধর্ম এটি কোন ধর্ম নয় বরং এটি একটি কালচার মাত্র।

৩৩৯. প্রথমযুগে মানুষ খোলামনের ছিল এক অপরকে আপন করে নিত। কিন্তু বর্তমানে কোন হিন্দু মুসলমান হলে কেউ তাকে আপন নেয়না।

৩৪০. বাসে-ট্রেনে হিন্দুদেরকে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতী হল, প্রথমে নাম জিজ্ঞেস করা তারপর হিন্দু ধর্ম কী? জিজ্ঞেস করা, যা বলে মনযোগ দিয়ে শোনা। তারপর জিজ্ঞেস করা ইসলাম ধর্ম কী জানেন? এভাবে ইসলাম ধর্মকে তার সামনে তুলে ধরা।।

৩৪১. কুরআন যেমনিভাবে একটি কিতাব এবং একটি দাওয়াত। তেমনিভাবে মুসলিম সমাজও একটি দাওয়াত।

৩৪২. আসমায়ে হুসনার পড়ার পর দুয়া কবুল হয় চব্বিশ ঘন্টায় একবার আসমায়ে হুসনা পড়ার চেষ্টা করুন। আর দুয়ার পূর্বে আসমায়ে পড়া তো অনেক ভাল।

৩৪৩. তাযিয়তি জলসাতো এক প্রকার নাওহা نوحة । তাই কোন আকাবিরের মৃত্যুর পর ছুটি না হওয়া চাই। বরং চলত থাকবে।

৩৪৪. ইবনুল হুমাম রহ: লিখেছেন, কবর যিযারতের মাসনুন তরীকা হল দাড়িয়ে যিয়ারত করা। কবরের সামনে না বসা।

৩৪৫. আল্লামা ইকবালের মধ্যে অনেক সময় হালত এসে যেত তখন তিনি একসঙ্গে ২০০-৫০০ শের বলে ফেলতেন।

৩৪৬. কুরূনে মুতাওয়াসসিতার যত কিস্সা এর প্রায় ৫০ ভাগই বানোয়াট।

৩৪৭. দেওবন্দিয়াততো তিন ব্যক্তির চিন্তাধারার নাম: হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ:, হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ:, হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ:

৩৪৮. হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ: যখন হযরত থানবী রহ: কে যখন খেলাফত দেন তখন বলেছিলেন, এখনও তোমার কিছু তরবিয়ত বাকী আছে, এটি গাঙ্গুহী (রহ:) এর কাছে পূরণ করে নিবে। গাঙ্গুহী রহ: এর কাছে তরবিয়ত গ্রহণ করার পর সোজা হয়ে গেছেন। এর আগে হযরত থানবীর মাঝে বেদআতের কিছুটা আবাস ছিল। গাঙ্গুহী রহ: এর কাছে এসে পুরো সোজা হয়ে যাওয়ার পর বেদআতের বিরূদ্ধে এত কাজ করেছেন যে হযরত গাঙ্গুহী রহ: থেকেও আগে বেড়ে গেছেন।

৩৪৯. হযরত শাহ ওলীউল্লাহ রহ; হেজাজে যাওয়ার পূর্বে কিছুটা তার মধ্যে কিছুটা বেদআতের ছোয়া ছিল। হেজাজ থেকে ফিরে আসার পর সম্পূর্ণ সুন্নী হয়ে গেছেন।

৩৫০. হিন্দুদের আরিয়া সমাজ এবং শিখরা মূর্তি-পূজা করেনা।

৩৫১. কুরবানীর জানোয়ার যবেহ করা এটাতো কুরবানীর জানোয়ারের উপর যুলুম আরিয়া সমাজ এরকম প্রশ্ন করতো এর উত্তর হল.....

৩৫২. আরিয়া সমাজ আরেকটি প্রশ্ন করতো যে কাবার দিকে ফিরে নামায পড়া এটাতো কাবা ঘরের পুজা করা নানুতবী র: এর উত্তর দিয়েছেন কাবাঘর আসলে কিবলা নয় বরং কিবলানুমা আসল কিবলা তো হল আল্লাহ পাকের যাত।

৩৫৩. তাছাড়া কাবাকে মুসলমানদের কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে মুসলমানদের এত্তেফাক ও ঐক্যের জন্য।

৩৫৪. موصوف اور صفت من وجہ مغایر اور من وجہ عین

৩৫৫. আবু হানীফা র: এর উসুল হল যে ইবাদাতের ক্ষেত্রে হাদীসের মধ্যে মতবিরোধ হলে হাদীসের বাহ্যিক ও সতর্কতার দিকটিকে প্রাধান্য দেয়া। আর মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে হাদীসের মধ্যে মতবিরোধ হলে ইনসাফের দিকটিকে প্রাধান্য দেয়া আর ইসলামিয়াতের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে তাক্বওয়ার দিকটিকে প্রাধান্য দেয়া।

৩৫৬. যত ধমকির হাদীস আছে এগুলোকে তার আপন অবস্থায় রাখা বিশেষ করে পাবলিকের সামনে কখনোই ব্যাখ্যা না করা।

৩৫৭. যত ওয়ীদের হাদীস আছে এগুলোতে নাক্বেছ দিকটিকে কামেল হিসেবে ধরা হয়।

৩৫৮. بضع শব্দের সরাসরি তরজমা উর্দুতে নেই হ্যাঁ আমি এর তরজমা উর্দুতে چند অথবা ستر اور زیادہএভাবে করি।

৩৫৯. بالغدو و الآصال এর আসল তরজমা হল; সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে নিয়ে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়টা।

৩৬০. ان الملائكة لتضع اجنحتها এর অর্থ হল পর নাড়ানো বন্ধ করা। পর স্থির রাখা, পর বিছানো তরজমা নয়।

৩৬১. قرون متوسطة এর তাসাউফে খানা-পিনা ছেড়ে দেওয়ার মুজাহাদা করা হয় তবে দেওবন্দী তাসাউফে এটি নেই।

৩৬২. ক্বাসাসুল আম্বিয়া ও ফাযায়েলে আমালের মধ্যে এমন কিছু ঘটনা আছে যেগুলোর দ্বারা আকীদাতো প্রমাণিত হয়না বরং এগুলোর দ্বারা আকীদা পরিবর্তন হয়ে যায়।

৩৬৩. শুধু হাতের ইশারার দ্বারা সালাম হয়না বরং মুখেও সালাম বলতে হবে। দূর থেকে সালাম দিলে মুখে সালাম, হাতে ইশারা, এভাবে সালামের জবাবে ক্ষেত্রেও।

৩৬৪. মুয়ানাকা এর ক্ষেত্রে মুসাফাহার মতই দুয়া يغفر الله لنا ولكم পড়া। এমনিভাবে উভয় কাধ মিলাতে হবে শুধু এক কাধ মিলালে এটি হাফ মুসাফাহা হবে।

৩৬৫. এমনিভাবে শুধু এক হাতে মুসাফাহা করলে এটি হাফ মুসাফাহা হবে।

৩৬৬. নসীহত করতে হলে যাকে নসীহত করা হবে তার অবস্থা জানা চাই।

৩৬৭. আরবী ভাষায় বাস্তবেই সমার্থক শব্দ বলতে কিছু নেই। প্রত্যেক দুই শব্দের মাঝে কিছু না কিছু পার্থক্য আছে।

৩৬৮. আকলী মহব্বত অনুপস্থিত ব্যক্তির সাথে হয়ে থাকে। আর উপস্থিত ব্যক্তির সাথে তবয়ী মহব্বত হয়ে থাকে।

৩৬৯. لا يؤمن احدكم حتي اكون احب এখানে মহব্বত দ্বারা طبعي মহব্বত উদ্দেশ্য।

৩৭০. নুসুসের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় من كان يؤمن بالله واليوم الآخر আল্লাহ ও পরকালের কথা এসেছে, রাসুলের কথা আসেনি এর দুটি উত্তর: এক: আল্লাহ ও পরকালের বিষয়টি সব যুগেই সমান। কিন্তু রাসুল বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হয় এজন্য রাসুলের কথা আনা হয়নি। দুই: আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান মানুষকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। রাসুলের বিষয়টি এমন নয়।

৩৭১. ইছালে ছাওয়াবের জন্য সুরা কেরাত পড়ার পর মুখে ছওয়াব বখশানো জরুরী শুধু পড়লেই ইছালে ছাওয়াব হবেনা। বরং নিজের কাছে থেকে যাবে।

৩৭২. প্রথমে নিজের জন্য দুয়া তারপর অন্যের জন্য দুয়া । যেমন কবর যিয়ারতের দুয়ার মধ্যে আমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে يغفر الله لنا ولكم.

৩৭৩. আমলই ইমানের অংশ নয় বরং আমলের ওয়াছফ হচ্ছে ইমানের অংশ

৩৭৪. কৃপণতা কোন খারাপ গুণ নয়। বরং এটি فطري صفت। প্রাণীদের মধ্যে কৃপণতা নেই। এজন্য তাদের মধ্যে ব্যালেন্স নেই। আমাদের মধ্যে যদি কৃপণতা না থাকত তাহলে আমাদের মধ্যেও কোন ব্যালেন্স থাকতনা।

৩৭৫. বখীলী এটি যদি একটু উপরে উঠে যায় তাহলে এটি হবে। سخاوت দানশীলতা। আর যদি আরেকটু নীচে চলে যায় তাহলে এটি হবে شح.

৩৭৬. আদনান ও কাহতান নামে দুই ভাই ছিল তারা পরস্পর ঝগড়া করে এক ভাই ইয়ামান চলে গেল, আর আরেক ভাই হেজাজ থেকে গেল, আমাদের নবীজী এই আদনানেরই বংশধর। ইয়ামানে একবার বাধ ভেঙ্গে গেল তখন ইয়ামানীরা মদীনায় চলে এল, এরাই হল আউছ ও খাযরায গোত্র।

৩৭৭. পেশোয়ারে একবার একটি কনফারেন্স হয়েছিল। সেখানে দারুল উলুমের পনের জন আসাতিযায়ে কেরাম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তালেবানরাই পুরো মজমার ব্যবস্থাপনা করেছে, কোন পুলিশ ছিলনা। এরপর হঠাৎ বৃষ্টি আসার বাতাস শুরু হল তো তালেবানরা একেকটা খুটি আকড়ে ধরল এভাবে কিছুক্ষণ পর আবার ঠিক হয়ে গেল।

৩৭৮. غير خزايا ولا ندامي অর্থাত অতিতে কোন জুলুম হয়ে থাকলেও বর্তমানে আমি তোমাকে অপদস্ত করবনা এবং তুমি লজ্জিত হবেনা।

৩৭৯. আগে হাদীসের ছয় কিতাবই একজন পড়াতেন গাঙ্গুহী র: ও নানুতবী র: এর পদ্ধতী এটাই ছিল। পড়ানোর তারতীব ছিল এভাবে: নাসাঈ, বুখারী,মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমীযী, তহাবী মুয়াত্বায়ে মালেক, মুয়াত্বায়ে মুহাম্মাদ।

৩৮০. নিরান্নব্বই ভাগ আহকাম হল احكام نوعي এগুলোতে পুরুষ ও মহিলা সমান। আর এক ভাগ আহকাম হল احكام صنفي যেগুলোতে পুরুষ ও নারীর হুকুম ভিন্ন ভিন্ন।

৩৮১. বাইয়াতের ক্ষেত্রে তিন দলের তিন দৃষ্টিভঙ্গি। এক: মওদুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি, তারা হল মুনকিরে বাইয়াত। দুই: বেরলবীদের দৃষ্টিভঙ্গি, তারা বাইয়াতের ক্ষেত্রে গুলু বাড়াবাড়ি করে। তিন: দেওবন্দিদের দৃষ্টিভঙ্গি, বাইয়াতের ক্ষেত্রে তারা মধ্যম পন্থার অধিকারী।

৩৮২. উলামায়ে কেরাম বলেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য বাইয়াত হওয়া জরূরী নয়।

৩৮৩.প্রথম বাইয়াতের আক্বাবা এবং দ্বিতীয় বাইয়াতে আক্বাবার বাইয়াত; সুলুকের বাইয়াত ছিলনা। বরং দাওয়াত ও নুসরত এর বাইয়াত ছিল।

৩৮৪. বাইয়াতের দুটি উদ্দেশ্য: এক: নফল আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং জান্নাতের উঁচু উঁচু মাকাম লাভ করা। দুই: নিজের অন্তরকে পরিষ্কার করা।

৩৮৫.বাহ্যিক দোষ-ত্রুটিতো আয়না দিয়ে দেখা যায়, কিন্তু অন্তরের দোষ-ত্রুটির আয়না হল মুমিন ব্যক্তি। المؤمن مرآة المؤمن তো পীর সাহেবকে আমরা খাটি মুমিন মনে করি।

৩৮৬.বর্তমানে রমজানে এতেকাফের নামে এক মেলা বসেছে, অতীতে এর কোন নযীর ছিলনা।

৩৮৭. কেউ যদি উকলিদাস কিতাবটি ভাল করে বুঝে মনযোগ দিয়ে পড়ে তাহলে সে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়।

৩৮৮.যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুতুন হিফয না করানো হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ফনে কামালাত আসবেনা।

৩৮৯.কোন বুযুর্গের জীবনীকে সংরক্ষিত করার দুই ছুরত, এক: পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা। দুই: জীবনী লেখা। মৃত্যুর তিনদিন পর থেকে তাযিয়তি জলসা জায়েয নয়। এ কারণে হযরত মারগুবুর রহমান রহ:, হযরত গোলাম খামুশ রহ:, হযরত আব্দুর রহিম রহ:, হযরত রিয়াছত আলী বিজনুরী রহ:, হযরত আবদুল হক রহ: তাদের মৃত্যুর পর কোন তাযিয়তি জলসা হয়নি। এজন্য কোন বুযুর্গের মৃত্যুর পর এ উপলক্ষে মাদরাসায় ছুটি না দেয়া চাই। কারণ পড়ানো এক ইবাদত। কারো মৃত্যুর কারণে ইবাদত তো বন্ধ হবেনা।

৩৯০. ইমাম রাযী র: এর মৃত্যুর সময় দু লক্ষ আশরাফী ও দু লক্ষ কিতাব রেখে গেছেন। কিতাবতো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু আশরাফী.....

৩৯১. আমি পীর নই, আবার ফকীরও নয় যে মুফত খাব।

৩৯২. কারো কাছে কোন মাসআলা মুনাক্কাহ হওয়ার পূর্বে কিছু করলে সেটা হুজ্জত হবেনা, কিন্তু মুনাক্কাহ হওয়ার পর করলে সেটা হুজ্জত হবে।

৩৯৩.হযরত মাওলানা সালেম কাসেমী রহ: এর মুত্যুর পর তাঁর জীবন ও কর্মের উপর দারুল উলুম ওয়াকফে দেওবন্দে আন্তর্জাতিক মানের একটি সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছিল। এ উপলক্ষে দারুল উলুম দেওবন্দের সকল আসাতিযায়ে কেরামকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। তখন পালনপুরী ছাহেব বললেন এটি এক প্রকার তাযিয়তি জলসা আর শরীয়তে

তিন দিনের পর কোন তাযিয়তি জলসা করার নিয়ম নেই। অতএব কমপক্ষে দারুল ইফতার মুফতী সাহেবান মুহতামিম সাহেব এবং আমার জন্য এ তাযিয়তি জলসায় অংশ গ্রহণ করা ঠিক হবেনা। বাকী অন্যান্য সকল উস্তাদগণ আযাদ। তারা চাইলে যেতে পারে বা নাও যেতে পারে।